BLOCK - 3

IDENTIFICATION AND ASSESSMENT OF DISABILITIES AND CURRICULUM PLANNING

অক্ষমতার শনাক্তকরণ ও মূল্যায়ন এবং পাঠক্রম পরিকল্পনা

পর্ব—৩ অক্ষমতার শনাক্তকরণ ও মূল্যায়ন এবং পাঠক্রম পরিকল্পনা (Identification and Assessment of Disabilities and Curriculum Planning)

ভূমিকা (Indroduction) : পাঠক্রমকে ফলপ্রদ ও কার্যকরী করতে শিক্ষার্থীর প্রয়োজন ও তার বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে পাঠক্রমের পরিকল্পনা করা উচিত। শিক্ষার্থী যদি বিশেষ শ্রেণীর ও অক্ষমতা সম্পন্ন হয় তাহলে এই পাঠক্রম উপযুক্ত হবে। উপযুক্ত ও কার্যকরী পাঠক্রম প্রস্তুতির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর প্রয়োজন ও বৈশিষ্ট্যের সনাক্তকরণ ও মূল্যায়ন অত্যাবশ্যক।

এই পুস্তিকা শিক্ষক-শিক্ষানবিশদের উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে যে মূল্যায়ন একটা পদ্ধতি যার মাধ্যমে মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষাগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিশেষ শ্রেণীকে লক্ষ্য করে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়, এক্ষেত্রে অক্ষমতা সম্পন্ন শিশুদের উদ্দেশ্যে।

একক ১ ❑ কার্যকরী বা মৌলিক সক্ষমতার সনাক্তকরণ ও মূল্যায়ন এবং পার্থক্যমূলক লক্ষণাদি চিহ্নিতকরণ (Identification and Assessment of Functional Abilities and Differential Diagnosis)

১.০ গঠন

১.১ ভূমিকা

১.২ উদ্দেশ্যসমূহ

১.৩ সংজ্ঞা

১.৩.১ মূল্যায়ন কি ?

(i) ব্যক্তিগত প্রগতির মূল্যায়ন

(ii) কর্মসূচীর মূল্যায়ন

(iii) নির্বাচন অথবা বাছাই

(iv) যোগ্যতা, স্থান নির্ণয় অথবা শ্রেণীবিভাগ

(v) পরিমার্জন পরিকল্পনা

১.৩.২ মূল্যায়নের প্রকারভেদ ঃ

(a) নিয়ম অনুযায়ী বা স্বাভাবিক মূল্যায়ন

(b) বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মূল্যায়ন

(c) পাঠক্রম ভিত্তিক মূল্যায়ন

(d) পাঠক্রম ভিত্তিক পরিমাপ

(e) কর্মসম্পাদন বা দক্ষতাভিত্তিক মূল্যায়ন

১.৩.৩ প্রথা-অনুযায়ী মূল্যায়ন

১.৩.৪ প্রথা-বর্হিভূত মূল্যায়ন

১.৪ সনাক্তকরণ

১.৪.১ দৃষ্টিজনিত অক্ষমতা

১.৪.২ মানসিক প্রতিবন্ধকতা

১.৪.৩ শ্রবণ-অক্ষমতা

১.৪.৪ চলন সংক্রান্ত অক্ষমতা

১.৪.৫ শিখন-অক্ষমতা

১.৪.৬ **Attention Deficit Disorders** মনোযোগের অভাব সংক্রান্ত বিশৃঙ্খলা এবং **Attention Deficit Hyperactivity Disorder** মনোযোগের অভাব হেতু অতিসক্রিয়তামূলক বিশৃঙ্খলা।

১.৫ এককের সারাংশ

১.৬ অগ্রগতির মূল্যায়ন

১.৭ বাড়ির কাজ

১.৮ আলোচ্য বিষয় ও তার পরিস্ফুটন

১.৮.১ আলোচনার সূত্রাবলী

১.৮.২ ব্যাখ্যার সূত্রাবলী

১.৯ উৎস

১.১ ভূমিকা (Introduction)

সম্ভবত বিশেষ শিক্ষার ক্ষেত্রে মূল্যায়ন বিষয় ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে পেশাধারী ব্যক্তিদের মধ্যে বিতর্ক বা মতপার্থক্য এত বেশী হয়নি। মূল্যায়ন পদ্ধতি অতিক্ষুদ্র হতে বৃহত্তর শিক্ষাস্তর এবং ব্যক্তি হতে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সর্বত্র হয়ে থাকে। আজকাল সকল বিদ্যালয়ে প্রায় শিক্ষার সকলস্তরে মূল্যায়ন হয়ে থাকে। Speech Therapist ভাষার উন্নতি ও নিপুণতার পরীক্ষা করে থাকেন, Occupational therapist পরীক্ষা করেন ইন্দ্রিয় ব্যবহারের প্রগতি, সঞ্চালন দক্ষতা, প্রশাসকেরা মূল্যায়ন করেন শিক্ষকের এবং শিক্ষাদানের পরিকল্পনার, শিক্ষকেরা মূল্যায়ন করেন দক্ষতার নানাস্তর এবং বিদ্যালয়ের মনোবিদেরা মূল্যায়ন করেন প্রায় সব কিছু। মূল্যায়নের ক্ষেত্রটি অপরিকল্পিত এবং এইজন্যই পরিবর্তনের প্রয়োজন। এধরনের মূল্যায়ন পদ্ধতি বন্ধ করার উদ্যোগ দেখা যায় না। বিদ্যালয় অধিকর্তাদের শিক্ষা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং সেই সিদ্ধান্তের পশ্চাতের যুক্তি লিপিবদ্ধ করতে হবে। এজন্য সঠিক মূল্যায়ন পদ্ধতি অতি গুরুত্বপূর্ণ। মূল্যায়ন পদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক গবেষণা লব্ধ হতে হবে এবং মূল্যবান ও প্রামাণ্য হতে হবে।

বিদ্যালয়গুলিতে পরীক্ষা (Testing) ও মূল্যায়ন পদ্ধতি (assessment) সম্পর্কে যথেষ্ট বিভ্রান্তি আছে। পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন সমার্থক নয়। পরীক্ষণের জন্য ব্যক্তিকে কিছু বিশেষ প্রশ্ন দেওয়া হয় এবং তাতে প্রাপ্ত নম্বরের দ্বারা তার সাফল্যের মান নির্ণয় করা হয়। মূল্যায়নে পরীক্ষণ থাকলেও তা শুধু প্রাপ্ত নম্বর নিয়ে আলোচনা করে না, গুণগততথ্য বা কিভাবে শিশু সাফল্যের মান অর্জন করে সেটাও মূল্যায়নে সাথে জড়িত। এটি হল মনস্তত্ত্ব শিক্ষা সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি (Psycho educational decisions)।

১.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

পাঠ্যক্রমের অধ্যায়গুলি পাঠের সাথে সাথে ছাত্রদের নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি উপলব্ধি করতে হবে—

(১) মূল্যায়নের অর্থ ও প্রকারভেদ সম্পর্কে জ্ঞান।

(২) মূল্যায়নের পদ্ধতি সম্পর্কে উপলব্ধি।

(৩) প্রতিবন্ধীদের ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্য—চিহ্নিত বা সনাক্তকরণ।

(৪) বিভিন্ন প্রকারের মূল্যায়নের সরঞ্জাম সম্বন্ধে জ্ঞান।

(৫) শিক্ষা-সংক্রান্ত কার্যসূচীর মূল্য নির্ধারণের জন্য মূল্যায়নের ব্যবহার।

১.৩ সংজ্ঞা (Definition)

১.৩.১ মূল্যায়ন কি (What is Assessment) ?

মূল্যায়ন ঃ তথ্যসংগ্রহের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি ঃ ছাত্রছাত্রীর প্রগতি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য তথ্য সংগ্রহ করাকে মূল্যায়ন বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। মূল্যায়নের তথ্য পাওয়া যায় নানাবিধ উপায়ে যেমন স্বাভাবিক মূল্যায়ন, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মূল্যায়ন, পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার, বিদ্যালয় নথিপত্র অন্বেষণ, ডাক্তারী পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে। শিক্ষার্থীর পূর্বের ইতিহাস ও বর্ত্তমান কার্য্যসম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ মূল্যায়নের সঙ্গে যুক্ত। এটি পরিবর্ত্তনশীল ও চলমান পদ্ধতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

(i) ব্যক্তিগত প্রগতির মূল্যায়ন (Evaluation of individual Progress)

(ii) পদ্ধতির মূল্যায়ন (Program evaluation)

(iii) বাছাই (Screening)

(iv) যোগ্যতা (Eligibility)

(v) প্রয়োগ (Intervention)

Salvia and Ysseldyke (1991) পাঁচটি সিদ্ধান্ত চিহ্নিত করেন। ব্যক্তিগত প্রগতির মূল্যায়ন, পদ্ধতি-মূল্যায়ন, বাছাই (Screening) স্থান নির্বাচন, সঠিক হস্তক্ষেপ এবং এ্যাসেসমেন্টের ভিত্তিতে প্রয়োগ পরিকল্পনা।

(i) **ব্যক্তিগত প্রগতির মূল্যায়ন (Evaluation of individual progress) ঃ** বিদ্যালয়ের ব্যক্তিত্বরা ব্যক্তিগতভাবে ছাত্রকে বা ছাত্রদলকে সঠিকভাবে যে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তাতে তার বা তাদের প্রগতি বা অগ্রগতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবেন এবং তার মূল্যায়ন করবেন। এই সমস্ত তথ্য বিদ্যালয়ের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে অবহিত করবে।

(ii) **পদ্ধতির মূল্যায়ন (Program Evaluation) ঃ** বিদ্যালয়ের শিক্ষাবিষয়ক কর্মসূচীর কার্যকারিতা মূল্যায়ন করতে কতকগুলি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। নির্দেশমূলক শিক্ষা প্রয়োগ কতটা কার্যকরী হচ্ছে তা মূল্যায়ন করতে পরীক্ষা (Test) প্রায়ই করা হয়। বিদ্যালয়ে নিযুক্ত ব্যক্তিরা কোন একটি নতুন শিক্ষা পদ্ধতি শুরু করার প্রারম্ভে ও শেষে পরীক্ষা (Test) নেন এবং প্রাপ্ত ফলাফলের সঙ্গে অন্যান্য প্রয়োগ পদ্ধতির ফলাফল তুলনা করেন। এই ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে পদ্ধতিগুলির ভাল-মন্দ বিচার করেন প্রশাসক।

(iii) **বাছাই/নির্বাচন (Screening / Selection) ঃ** ভর্ত্তি বা প্রবেশের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ছাত্রদের নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করা হয়। শিক্ষাকর্মসূচী থেকে যে সমস্ত ছাত্র কোন প্রকার উপকৃত হতে পারবে না তাদের চিহ্নিত করার জন্য মূল্যায়ন তথ্য প্রয়োগ করা হয়। যে সমস্ত ছাত্রের প্রতিকার প্রয়োজন তাদের চিহ্নিত করার জন্য নিয়মিত ভাবে মূল্যায়ন করা হয় কিংবা অতিরিক্ত মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়। যেহেতু তারা বিশেষ শিক্ষার হস্তক্ষেপের প্রয়োজন বোধ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, নিয়মিতভাবে দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তির পরীক্ষা করা হয় ছাত্রদের সম্ভাব্য দৃষ্টি ও শ্রবণের অসুবিধে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে। এর ফলে ছাত্রের শিখন-প্রবণতা, শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন কিংবা বোধমূলক সক্ষমতা পরিমাপ করে। ছাত্রের সম্ভাব্য অসুবিধে সমূহ নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

(iv) **দক্ষতা বা স্থান নির্বাচন এবং শ্রেণী নির্ণয় (Eligibility, Placement and Classification) ঃ** প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্র বিচার করে ছাত্রেরা বিশেষ বা প্রতিকারমূলক সেবার উপযুক্ত কিনা নির্ণয় করে তাদের

জন্য বিশেষ শিক্ষা কর্মসূচীর ব্যবস্থা করতে পারলে তার থেকে গভীর ফল লাভ করা যেতে পারে। উপরোক্ত তিনটি সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এই চিহ্নিতকরণ সুবিধাজনক তবে বাস্তব অনুশীলনে তা প্রায় অসম্ভব হয়।

(v) **প্রয়োগ পরিকল্পনা (Intervention Planning)** ঃ বিদ্যালয়ের নীতি ও অনুশীলন, গৃহ ও পরিবারের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান প্রভৃতি বিষয়সমূহ ছাত্রের ব্যক্তিগত শিক্ষার উপর কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং শিক্ষাকে কিভাবে প্রভাবিত করে, এসবই বিবেচনার প্রয়োজন।

পূর্বেকার মূল্যায়ন প্রথা ছিল শিক্ষার্থীর প্রবণতা নির্ভর। কিন্তু এই মূল্যায়ন ব্যবস্থা বিস্তর সমালোচিত হয়েছে। ফলশ্রুতি হিসাবে বর্তমানে পরিবেশগত মূল্যায়ন, পাঠক্রমভিত্তিক পরিমাপ, শিক্ষা পরিবেশের কার্যকারিতা, সরাসরি পাঠগত মূল্যায়ন এবং নির্দেশকাঠামোর মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে।

১.৩.২ মূল্যায়ন কয় প্রকার (What are the Types of Assessment)

মূল্যায়নের প্রকারভেদ (Types of assessment)

(a) নিয়মানুগ মূল্যায়ন

(b) বৈশিষ্ট্যানুগ মূল্যায়ন

(c) পাঠক্রমভিত্তিক মূল্যায়ন

(d) পাঠক্রমভিত্তিক পরিমাপ

(e) কর্ম / কৃতিত্ব নির্ভর মূল্যায়ন

(f) প্রথাগত মূল্যায়ন

(g) প্রথা-বহির্ভূত মূল্যায়ন

(a) নিয়মানুগ মূল্যায়ন (Norm referenced assessment) ঃ নিয়মানুগ মূল্যায়নে একটি ছাত্রের কৃতিত্বের মূল্যায়ন করা হয় সেইসব ছাত্রের কৃতিত্বের তুলনায়, যারা ঠিক তার মতো নয়। একটি নির্দিষ্ট পরিমাপ ব্যবহার করে একজন ছাত্রের আচরণের সঙ্গে অন্য একজন বা একদল ছাত্রের দক্ষতার তুলনা করা হয়। ছাত্রদের একদলে অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষাদান করার জন্য এই মূল্যায়ন। কিন্তু কিভাবে এই সব ছাত্রদের শিক্ষা দিতে হবে তার নির্দ্দেশ এটা দিতে পারে না। এই মতের সমালোচকদের যুক্তি হোল পাঠক্রম অনুসারে শিক্ষাদানই সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি কিংবা শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করে তার অগ্রগতিকে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের দিকে নিয়ে যাওয়া। এই ধরনের নিয়মানুগ মূল্যায়নের মাধ্যমে অনেক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে। সকলের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতির প্রয়োগ সুফল নাও দিতে পারে। ছাত্রদের নানা ধরনের পৃথক মৌলিক বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে। ফলে এই ধরনের মূল্যায়ন থেকে সংগৃহীত তথ্য অপর্যাপ্ত হবার সম্ভাবনাই বেশি।

(b) লক্ষণগত মূল্যায়ন (Criterion referenced assessment) ঃ লক্ষণগত বা বৈশিষ্ট্যমূলক মূল্যায়ন ছাত্রদের বিশেষ দক্ষতার মূল্যায়ন। ব্যক্তি বা দল হিসাবে হিসাবে ছাত্র-ছাত্রীরা কোন বিশেষ বিষয়ে কতটা দক্ষতা অর্জন করেছে তা নির্ণয় করতে এই মূল্যায়ন শিক্ষককে সহায়তা করে। উদ্দেশ্যকে সুনির্দিষ্ট করে কিংবা মৌলিক লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যগুলির মূল্যায়ন করা, পরে লিখিত বিষয়ে দক্ষতা পরিমাপ করার জন্য পরীক্ষার

ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে, লক্ষণটিকে ঠিক করা এবং দক্ষতার মান বা স্তর নির্ণয় করা শক্ত কাজ। যখন পাঠক্রমের কোন নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর দক্ষতা অর্জন করতে হয় তখন পাঠক্রমের বিষয়বস্তুটি নির্দিষ্ট করা থাকে। সমালোচকেরা মনে করেন লক্ষণগত মূল্যায়নের ক্ষেত্রে দক্ষতা স্তর কতটা পর্যন্ত দাবি করা যেতে পারে তা ঠিক ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিদ্যালয় বিশেষজ্ঞরা মনে করেন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে দক্ষতা অর্জন বেশী জরুরী এবং অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সীমায়িত দক্ষতাই যথেষ্ট। কিন্তু নানাবিধ বিষয়ে কোনটি বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং কোনটি নয় তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থেকে যায়।

(c) **পাঠক্রম ভিত্তিক মূল্যায়ন** (Curriculum based assessment) ঃ পাঠক্রম নির্ভর মূল্যায়নকে কখনো কখনো কার্য বিশ্লেষণ সংক্রান্ত দক্ষতা পরিমাপ বলা হয় (Fuchs and Deno, 1991)। বর্ত্তমান পাঠক্রমের বিষয়বস্তুর মধ্যেই ছাত্রের কর্ম সম্পাদনের অগ্রগতি ও ছাত্রের শিক্ষার প্রয়োজন নিরূপণের ব্যবস্থা আছে (Gickling and Havestape, 1981). এই মূল্যায়নের অন্তর্গত বিষয়গুলি হল প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ এবং শিক্ষার পরিবেশ বিশ্লেষণ, ছাত্রছাত্রী কোন কাজ কিভাবে করে তার বিশ্লেষণ, ছাত্রছাত্রীদের উৎপাদিত দ্রব্যের পরীক্ষা, ছাত্রদের জন্য কাজের ব্যবস্থাপনা ও তার নিয়ন্ত্রণ। বিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞরা জটিল কাজগুলি প্রধান অংশে বিভক্ত করে দেবেন এবং ছাত্রেরা কিভাবে এই অংশ সম্পাদন করে কিভাবে দক্ষতা অর্জন করছে তার বিশ্লেষণ করেন। যে উপাদানগুলিতে তারা দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি সেগুলির সমন্বয় সাধন করে তারা এই জটিল বিষয়গুলিতে শিক্ষাদান করবেন। লিখিত পরীক্ষা, objective test ও minitest-এর মাধ্যমে ছাত্রদের মূল্যায়ন করা হবে। বিরুদ্ধ মত হল এই যে এইধরনের আংশিক ও ছোট ছোট পরীক্ষায় বৃহত্তর আচরণগত মূল্যায়নের ফল পাওয়া যায় না।

(d) পাঠক্রম ভিত্তিক পরিমাপ (Measurement) বা যোগ্যতা নিরূপণ—পাঠক্রম ভিত্তিক পরিমাপ হল পাঠক্রম ভিত্তিক মূল্যায়নের একটি নির্দিষ্ট আঙ্গিক, যা পাঠক্রম বিষয়ে ছাত্রের দক্ষতা নিরূপণ করে। এই পরিমাপের বৈশিষ্ট্যগুলি—(১) ছাত্রের পাঠক্রমের সঙ্গে সংযুক্তকরণ, (২) স্বল্প সময়কালীন নিয়মিত প্রয়োগ, (৩) অল্পব্যয়, (৪) অনেক প্রকার মূল্যায়নের ধরণ, (৪) সময়ের সাথে সাথে ছাত্রদের কাজের উন্নতিসাধন সম্বন্ধে নজরদান (Marston, 1989)।

এই পরিমাপ বা যোগ্যতা নিরূপণ ছাত্রদের পাঠক্রমের প্রতি আগ্রহের মূল্যবান ইঙ্গিত দেয়। পাঠক্রমের বৃহত্তর লক্ষ্য সম্পর্কে আলোকপাত করে এবং বছরে ছাত্রদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে পরামর্শ দান করতে শিক্ষককে সমর্থ করে। কিন্তু এই যোগ্যতা নিরূপণ শুধুমাত্র নির্দিষ্ট পাঠক্রমের উপর হয়ে থাকে বলে কেউ কেউ সমালোচনা করেন।

(e) কর্ম/কৃতিত্ব নির্ভর মূল্যায়ন (Performance based assessment) পরীক্ষকেরা এখন মুখস্থ, সঠিক উত্তর নির্বাচন ও ছাত্রদের কাজের মান নির্ণয় হতে দূরে চলে গিয়ে তাদের সমস্যা সমাধানের ক্ষমতার দিকে ও দীর্ঘ সময়ের কৃতিত্বের তথ্যের দিকে দৃষ্টি দিচ্ছেন। এই মূল্যায়নে ছাত্রকে তার সমস্যা নির্ধারণ করতে হয়, বিশ্লেষণ করতে হয়, তথ্য সংগ্রহ করতে হয় এবং ফলাফল সম্বন্ধে রিপোর্ট দিতে হয়। এইরূপ মূল্যায়নকে কৃতিত্ব নির্ভর মূল্যায়ন বলা হয় যদিও এর অন্য নাম যেমন—বিকল্প মূল্যায়ন ও প্রকৃত বা বিশ্বাসযোগ্য মূল্যায়ন (alternatives assessment and authentic assessment)। এরূপ মূল্যায়ন ছাত্রের বাস্তব জীবনের সমস্যাকে সমাধান করতে সঠিকভাবে অংশগ্রহণ করে এবং জ্ঞানের প্রয়োগ করে।

Resnick (1990) যুক্তি প্রদর্শন করেন, কৃতিত্ব নির্ভর মূল্যায়ন 'পাঠক্রম বিষয়ে চিন্তন'কে (thinking curriculum) পরিমাপ করে, পাঠক্রমকে মুখস্ত করা নয়। কৃতিত্ব নির্ভর মূল্যায়ন শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করে। Shavelson (1990) যুক্তি দেন যে কৃতিত্ব নির্ভর মূল্যায়ন হল একই সঙ্গে শিক্ষা এবং মূল্যায়ন। Barron (1990) মতপ্রকাশ করেন, যেহেতু কৃতিত্ব নির্ভর মূল্যায়ন নির্দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত সেহেতু অনেক বেশী উপযোগিতাবাদী।

যাইহোক, মূল্যায়নের প্রয়োগ নিয়ে অনেক প্রশ্ন থাকলেও শিক্ষকই স্বচ্ছ থাকবেন তিনি কি মূল্যায়ন করবেন এবং কি মূল্যায়ন করা উচিত। অনেক মূল্যায়নের পদ্ধতি আছে এবং অক্ষমদের মূল্যায়ন করতে শিক্ষককে পদ্ধতিটি নির্ণয় করে নিতে হবে।

মূল্যায়ন সাধারণত দুধরনের—(১) প্রথাগত, (২) প্রথাবহির্ভূত।

১.৩.৩ প্রথাগত মূল্যায়ন (Formal Assessment)

প্রথাগত মূল্যায়ন দাবী করে নির্দিষ্ট মাপকাঠিতে পরীক্ষার আয়োজন, যার প্রয়োগ ও ব্যাখ্যার মধ্যে সমতা থাকা প্রয়োজন। সমবয়স ছাত্রদের মধ্যে এই মূল্যায়ন হয়। ব্যক্তিগতভাবে কিংবা শ্রেণীগত ভাবে এটাকে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই প্রমিত পরীক্ষা উচ্চ প্রযুক্তি যুক্ত এবং এর ব্যবহার ও মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নির্দেশ অবলম্বন করা দরকার ও মূল্যায়নের সরঞ্জাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। পরীক্ষার নির্দ্দেশ সংক্রান্ত বই (manual) ভালভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন যাতে পরীক্ষা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। শিক্ষকদের অবশ্যই জানতে হবে 'কেন' তাঁরা পরীক্ষা করছেন, কোন পরীক্ষা নির্ণয় করা প্রয়োজন এবং পরীক্ষার ফলাফল কিভাবে ব্যবহার করা হবে। পরীক্ষার বিশ্বাসযোগ্যতা ও বৈধতা সম্বন্ধে শিক্ষককে সচেতন হতে হবে। বার বার পরীক্ষার পর যদি একই প্রকার ফল পাওয়া যায় তবেই পরীক্ষার বিশ্বাসযোগ্যতা থাকে এবং যেটার পরিমাপ করতে চায় সেই পরিমাপ সঠিক হলেই তবে সেই পরীক্ষার বৈধতা থাকে। পরীক্ষার মানের (Scores) ব্যাখ্যাও বেশ নিপুণতার প্রয়োজন বোধ করে। পরীক্ষা মানের বিষয়ে সাধারণ সিদ্ধান্ত বা অস্পষ্টভাবে সিদ্ধান্ত করা কখনই উচিত হবে না। প্রথাগত পরীক্ষা তিনপ্রকার—(১) সাধারণ বুদ্ধি ও প্রবণতা পরীক্ষা, (২) সাধারণ কৃতিত্ব পরীক্ষা, (৩) ব্যক্তিত্ব পরীক্ষা।

১.৩.৪ প্রথাবহির্ভূত মূল্যায়ন (Informal Assessment)

প্রথা-বহির্ভূত মূল্যায়ন প্রমাণিত নয়। শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য শিক্ষক ও অন্যান্য পেশাদারি ব্যক্তি এই পদ্ধতি ব্যবহার করেন। এই পদ্ধতির সুবিধা হল শ্রেণীকক্ষে বাস্তব শিক্ষাদানের পক্ষে প্রাসঙ্গিক। যাইহোক, পরীক্ষাগুলিকে ফলপ্রদ করতে বৈজ্ঞানিক নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়মবদ্ধ করতে হবে। পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার, প্রশ্নাবলী প্রভৃতি প্রথা বহির্ভূত মূল্যায়ন প্রায়ই ব্যবহৃত হয়।

১.৪ সনাক্তকরণ বা চিহ্নিতকরণ (Identification)

১.৪.১ দৃষ্টিগত অক্ষমতা (Visual Impairment) : (V.I)

স্কেলের চার্ট অনুসারে একটু দৃষ্টিসম্পন্ন শিশু কোন একটি স্বাভাবিক মাপের বস্তুকে ২০০ ফুট দূর থেকে দেখতে পায়। কিন্তু সেই বস্তুটিকে যদি অন্য একটি শিশু নুন্যতম ২০ ফুট দুর থেকে দেখতে পায় তাহলে তাকে দৃষ্টিহীনতা সংক্রান্ত বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু বলা হয়।

যেসব শিশুদের কম দৃষ্টি শক্তি কিংবা সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি নেই তাদের ২০/৭০ ফুটের বেশী দৃষ্টিশক্তি যায় না। এইসব শিশুদের বস্তুর অবস্থান নির্ণয় করার ক্ষেত্রে এবং চলাফেরার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়। স্বল্প দৃষ্টিশক্তিকে স্পষ্টতার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয় এবং আংশিক দৃষ্টিশক্তিকে Snellen Chart হতে দূরত্ব অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা হয়।

চিহ্নিতকরণ বা সনাক্তকরণ (Identification) ঃ

নিম্নলিখিত নির্দেশকগুলি মাতা-পিতা এবং শিক্ষকদের দৃষ্টিশক্তির প্রতিবন্ধকতা সম্পন্ন শিশুদের চিহ্নিত বা সনাক্ত করতে সমর্থ করবে।

- অত্যধিক চোখ কচলানো।
- চোখ দিয়ে জল পড়া।
- চোখ প্রায়ই লাল হওয়া।
- চোখের অতি কাছে বস্তু বা বই ধরা।
- বই বা পড়ার জিনিসের কাছে মাথা নিচু করে পড়া।
- বক্রদৃষ্টি বা টেরা চাউনি।
- ঘন ঘন চোখ পিটপিট করা
- ব্লাকবোর্ড হতে লিখতে বন্ধুর সাহায্য নেওয়া।
- মুখোমুখি আসা ব্যক্তি বা বস্তুর সাথে ধাক্কা লাগা।
- নিয়মিত মাথাধরা।
- চোখ ও হাতের মধ্যে সহযোগিতার অভাব
- দূরবর্ত্তী জিনিস দেখতে মাথা সামনে ও পিছনে নাড়া।
- পড়ার সময় মাথা সামনে ঝুঁকিয়ে বসা।

চিহ্নিতকরণ বা সনাক্তকরণ ঃ অত্যধিক চোখ কচলানো (ঘষা), চোখ লাল হওয়া, চোখে জল, সামনের দিকে মাথা হেলানো, এবং বই চোখের কাছে ধরা, ব্ল্যাকবোর্ড হতে লেখার জন্য সাহায্যের প্রয়োজন বোধ করা, চোখ পিটপিট করা, টেরা চাউনি, লোক এবং কোন বস্তুর উপর ধাক্কা লাগা, চোখের ক্ষীণ সহযোগিতা, চোখের কাছে বই রাখা।

মূল্যায়ন (Assessment)

কম দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন শিশুদের নিয়ে কাজ করেন যেসব শিক্ষক মূল্যায়ন তাদের কাছে একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ। ক্রমশ উন্নত মূল্যায়ন সমানুক্রমিক বয়সকে তুলনার ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করে। কয়েকটি সাধারণ ব্যবস্থার দ্বারা কম দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন এবং দৃষ্টি সম্পন্ন শিশুদেরকে একই ব্যবস্থার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা সম্ভব নয় যদিও সেগুলো তাদের সকলের উদ্দেশ্যেই গ্রহণ করা হয়েছে। সক্ষমতার প্রশ্নটি দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের উপর সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে ক্রিয়া করে দৃষ্টিশক্তি সম্পন্নদের তুলনায়। সকল ক্ষমতার ব্যক্তিগত মূল্যায়ন অত্যাবশ্যক এই কারণে যে দৃষ্টি শক্তির অক্ষমতা ভিন্ন ভিন্ন শিশুদের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়। যেমন residual vision, visual history, pre and post birth blindness জন্মের পরে ও আগে হতে অন্ধত্ব, দৃষ্টিগত, জ্ঞানগত এবং আবেগময় মাতা-পিতার দৃষ্টিশক্তিহীনতা সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়া, রোগের কারণের পার্থক্যের এমনকি একই CA-এর মধ্যে। চোখের সমস্যা বের করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক পরীক্ষার কৌশল হোল চোখের দৃষ্টি ক্ষমতা পরিমাপ। বুদ্ধি পরীক্ষার জন্য Perkins-Binet-Carl Davis-revision, Wechslers intellgence scale for children এবং দৃষ্টিহীনদের Vithobha Pannikar Performance Test of intelligence এবং Blind Learning Aptitude Test (BLAT) (CA 6-20)।

আচরণ ও সামাজিক বিকাশমূলক বৈশিষ্ট্যের Bayley Scale of Infant Development, Denver Development Screening Test, Maxfield-Buch Holg social maturity Scale দ্বারা প্রাক-বিদ্যালয়ের দৃষ্টিহীন শিশুদের মূল্যায়ন করা যায়।

দৃষ্টিশক্তির বৈশিষ্ট্যের বিচারে কার্যকরী দৃষ্টিশক্তিও তার পটুতার মূল্যায়নের উপর বিবেচিত হয়।

যদি যথাযথ পরিবর্তন এবং বিশেষজ্ঞ দ্বারা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা পাওয়া না যায় তাহলে দৃষ্টিগত প্রতিবন্ধী শিশুদের জ্ঞানার্জনে অসুবিধা হয়। শারীরিক, আচরণ, কথোপকথন কার্যের ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও Placement নির্দ্ধারণ IEP-এর বিকাশের জন্য মূল্যায়ন প্রয়োজন।

আধুনিক Eye Medical Information বা চক্ষু চিকিৎসা সম্পর্কিত তথ্যাদি, শিক্ষাগত দক্ষতা—শিক্ষার পদ্ধতি, ক্ষতিপূরণের দক্ষতা।

শিক্ষাগত ক্ষতিপূরণের দক্ষতা ঃ বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা বিশেষ দক্ষতা যেমন ব্রেইল, গণিতের ব্যবহার, স্পর্শন পদ্ধতি বা সংবেদনশীল পদ্ধতির প্রয়োজন বোধ করবে।

ব্যক্তিগত ক্ষতিপূরণ নিপুণতা ঃ উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিপুণতা বা দক্ষতা অর্জনের মধ্যে দিয়ে দৃষ্টিশক্তি অক্ষম শিশুকে চটপটে করে তোলা, সহজে চলনশীল করে তোলা, খেলাধূলা বা আমোদ-প্রমোদ ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করে তোলা যায় তার ব্যবস্থা করা।

কার্য্যকরী স্তর বা ক্রিয়াশীল স্তর (Functional level) :

যোগাযোগের দক্ষতা (Communication Skills) :

অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে পরিচিতি ও চলনশীলতা (Orientation and Mobility) :

সমাজে খাপ-খাইয়ে নেওয়ার দক্ষতা (Social Adjustment Skill) ঃ

ইন্দ্রিয়গত দক্ষতা (Sensory Skills) :

দৃষ্টিসংক্রান্ত দক্ষতা (Visual Eifficiency)

শারীর শিক্ষা ও অবসর সময়ে কার্যাবলী (Physical Education and Leisure Activities)

পেশা, বৃত্তি কিংবা প্রাক—বৃত্তি সম্বন্ধীয় দক্ষতা (Career, vocational or pre-vocational skills)

শিক্ষার্থীর ক্ষমতা সম্পর্কে সামগ্রিক বা ব্যাপক মূল্যায়ন যথাযথ IEP-এর দিকে নিয়ে যেতে পারে। পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার এবং পাঠক্রমভিত্তিক মূল্যায়ন প্রথাগত মূল্যায়নে সহায়তা করতে পারে।

১.৪.২ মানসিক প্রতিবন্ধকতা (M.R.)

মানসিক প্রতিবন্ধকতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সাধারণ বৌদ্ধিক কার্যকারিতা (Criterion A)। উল্লেখযোগ্যভাবে সাধারণ গড় অপেক্ষা নিম্নস্তরের এবং এর সঙ্গে যুক্ত থাকে অভিযোজনের বা খাপ-খাইয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা। উল্লিখিত বিষয়ের মধ্যে অন্তত দুটিতে, যেমন, ভাববিনিময়ের ক্ষেত্রে, আত্ম-য-, গৃহে জীবনযাপন, সমাজজীবন, আত্ম-নির্দ্দেশনা নিয়ন্ত্রণ, কার্য্যকরী শিক্ষা কুশলতা, কাজ, অবসরযাপন, স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা (Criterion B) ইত্যাদি ক্ষেত্রে। ১৮ বছরের আগেই এগুলো দেখা দেয় (Criterian C)।

Mental retardation is significantly subaverage general intellectual functioning (criterion A) that is accompanied by significant limitations in adaptive functioning in at least two of the skill areas.

চিহ্নিতকরণ (Identification) :

কিছু ব্যবহারিক ইঙ্গিত মানসিক প্রতিবন্ধকতার উপস্থিতি প্রকাশ করে।

- শিখনের মন্থরতা, সাধারণ শিক্ষায় ধীরগতি বা বাধা। সমস্যা সমাধানের দক্ষতা অতি অল্প যেমন, পরিবেশের প্রয়োজন অনুসারে মন্থর প্রতিক্রিয়া।
- বিমূর্ত ধারণা উন্নতি ঘটাতে অসুবিধা, স্বচ্ছতার অভাব।
- ভিন্ন জিনিস বা ঘটনার মধ্যে সাধারণ বিষয় নির্ণয়ে অক্ষমতা।
- পুরস্কার প্রাপ্তিতে তাৎক্ষণিক সন্তুষ্টি বা তৃপ্তির অভাব।
- শিখন বিষয়ে মনোযোগে অসুবিধা।
- মনোযোগের ক্ষেত্র সীমিত।
- অপ্রাসঙ্গিক বিষয় অবহেলা করে প্রধান কাজে যথাযথ মনোযোগদানে অসুবিধা।
- স্বল্প বা দীর্ঘ সময়ের ভিত্তিতে শেখা বিষয়গুলি স্মৃতিতে ধরে রাখা বা পুনরাবৃত্তির ক্ষমতার অভাব।
- কোন নির্দিষ্ট বিষয় শিখতে বা নির্দিষ্ট কাজ করতে অনেক বেশী পুনরাবৃত্তি ও অনুশীলনের প্রয়োজন।
- সীমাবদ্ধ ও নির্দিষ্ট শব্দবন্ধ ব্যবহার। 'স্বাধীনতা' 'গণতন্ত্র' এর মত বিমূর্ত্ত শব্দ বুঝতে অসুবিধা।
- সীমাবদ্ধ বৌদ্ধিক ক্ষমতা ভাষা ও শিক্ষার দক্ষতাকে সীমাবদ্ধ করে।
- জটিল বিষয় উপলব্ধি, লেখা এবং জটিল সমস্যার সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় উচ্চপর্যায়ের জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে অসুবিধা।

- সূক্ষ্ম বা কৌশলী অর্থ এড়িয়ে যাওয়া এবং ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ গ্রহণ করার অক্ষমতা।
- চাহনির অস্বচ্ছতা ও সামঞ্জস্যের অভাব।
- শ্রেণীকক্ষের মধ্যে চলাফেরায় অসুবিধা অনুভব করা।
- ক্ষুদ্র ছাপাই অক্ষর পড়ার অসুবিধা।
- ছবি বা কোন দৃষ্টান্তমূলক ছবির ব্যাখ্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়সমূহ চিহ্নিত করতে অসুবিধা, কোন লেখা পড়ে বা কোন কাজ (Assignment) করে তার অস্পষ্টতা নিয়ে অভিযোগ করা।
- কোন কাজ সম্পূর্ণ করতে বা কোন কিছু পড়তে অন্যদের অপেক্ষা মানসিক প্রতিবন্ধীদের একাধিক বার দেখতে হয় বা পুনরাবৃত্ত করতে হয়।

চিহ্নিতকরণ ঃ শিক্ষার গতি মন্থর, সমস্যা সমাধানের নিপুণতা কম, প্রতিক্রিয়ায় দেরী, মনোযোগের পরিমাণ কম, অল্প সময়ে স্মরণশক্তির অভাব, পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে শিক্ষা, ভাষা ও শিক্ষার নিপুণতা কম, উপলব্ধি বা বোধশক্তি কম।

মূল্যায়ন (Assessment)

মানসিক প্রতিবন্ধীদের মূল্যায়ন মূলত তাদের বৌদ্ধিক বিকাশ এবং খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা এবং পিতা-মাতা, শিক্ষক, সমাজসেবীদের দ্বারা প্রদত্ত তাদের বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের উপর নির্ভর করে। বহুল ব্যবহৃত বুদ্ধির পরীক্ষা—Stanford Binet, Weschler Intellignece Scale for Children. (R or III). Kaufman Assessment Battery for Children Intellectual Functioning বলতে এদের বুদ্ধ্যঙ্ক বা IQ 70 কিংবা তার কম বলে ব্যাখ্যা করা হয়।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে IQ পরিমাপের ক্ষেত্রে ৫ পয়েন্ট পর্যন্ত ভুল থাকতে পারে। পরিমাপের ইনস্ট্রুমেন্টের পার্থক্যে এই প্রভেদ দেখা যেতে পারে। ৭০ হতে ৭৫ IQ বিশিষ্ট ব্যক্তির মানসিক প্রতিবন্ধকতা থাকতে পারে যদি তার অভিযোজনমূলক আচরণের মধ্যে কিছু অভাব থেকে যায়। যদি কোন ব্যক্তির IQ ৭০ হতে কম দেখা যায় কিন্তু তার আচরণের মধ্যে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতার কোন ঘাটতি না দেখা যায় তবে তাকে মানসিক প্রতিবন্ধী বলা যাবে না।

কম 1Q-এর চেয়েও অভিযোজনে অক্ষমতাই মানসিক প্রতিবন্ধকতার মূল লক্ষণ। দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনের সঙ্গে কার্যকরীভাবে তাল মিলিয়ে চলাই ব্যক্তির অভিযোজন ক্রিয়া এবং ব্যক্তি তার বয়স, সমাজ সংস্কৃতির প্রেক্ষাপট এবং সমাজ, গোষ্ঠী অনুসারে প্রত্যাশামত কতটা ব্যক্তি স্বাধীনতার মান পূরণ করে তাকেও অভিযোজন ক্রিয়া বলা হয়। শিক্ষা, প্রেরণা, ব্যক্তিত্ব, সামাজিক ও বৃত্তিমূলক সুযোগ-সুবিধা দ্বারা অভিযোজন ক্রিয়া প্রভাবিত হয়। মানসিক বিশৃঙ্খলা এবং সাধারণ চিকিৎসা সংক্রান্ত অবস্থা মানসিক প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে বর্ত্তমান থাকতে পারে।

অভিযোজনমূলক আচরণ Adaptive behaviour scale দ্বারা মূল্যায়ন করা যায়। শৈশবাবস্থায় শিশুর

অন্যের সঙ্গে ভাববিনিময়ের ক্ষেত্রে, স্বচ্ছতা স্বাবলম্বনের ক্ষেত্রে পরিপক্কতা ও উন্নতির উপর নির্ভর করেই মূল্যায়ন হয়। AAMD adaptive behaviour Scale এবং Vineland Social Maturity Scale অভিযোজন আচরণ পরিমাপের পরীক্ষা। অন্যান্য পরিচিত স্কেলগুলি হল (ভারতীয় মানসিক প্রতিবন্ধকতা যুক্ত শিশুদের ক্ষেত্রে) প্রবলেম বিহেভিয়ার চেকলিস্ট, ম্যালঅ্যাডাপটিভ বিহেভিয়র চেকলিস্ট ইত্যাদি।

- ব্যক্তিগতভাবে কৃত IQ পরীক্ষায় IQ স্কোর ৭০ বা ৭৫ বা তার কম।
- অভিযোজনের আচরণে ঘাটতি অর্থাৎ বয়স অনুসারে আত্মনির্ভর হওয়ার ক্ষমতা, সামাজিক দায়িত্বশীলতা। দৈনন্দিন জীবন যাপনে দক্ষতার অভাব।
- ০ হতে ১৮ বছর পর্যন্ত বয়সের মধ্যে এই সব ঘাটতি বা অভাব দেখা যায়।

অভিযোজনের দক্ষতা বা নিপুণতার ক্ষেত্র (Adaptive Skill areas) ঃ

American Association of Mental Retardation দশটি অভিযোজনের নিপুণতার ক্ষেত্র বিবেচনা করে। এই ক্ষেত্রগুলির দুটি বা তার অধিক ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকলে মানসিক প্রতিবন্ধকতা আছে কিনা তা নির্ণয় করার প্রয়োজন রয়েছে। যখন অভিযোজনের আচরণ মূল্যায়ন করা হয় তখন ডাক্তারী বিচার ও মতামত, পরিবেশ অনুসারে প্রত্যাশা এবং সম্ভাব্য সহায়ক ব্যবস্থা (Potential Support System) বিবেচনা করা হয়।

যোগাযোগ/ভাববিনিময় (Communication) : ভাববিনিময় অন্তর্ভুক্ত উপলব্ধি করার ক্ষমতা এবং কথা, লিখিত শব্দ, লিখিত প্রতীক বা সংকেত, ইঙ্গিতের ভাষা, সাংকেতিক আচরণ ভিন্ন ভঙ্গিমামূলক আচরণ যেমন মুখভঙ্গিমা, দেহের সঞ্চালন এবং অঙ্গ-ভঙ্গী প্রভৃতির মাধ্যমে ভাব বা তথ্য প্রকাশের ক্ষমতার।

নিজের য- নিজে নেওয়া (Self-care) : খাওয়া, পোষাক-পরা, নিজেকে পরিচ্ছন্ন করে তোলা, টয়েলেটের সব ব্যবস্থা এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সব ব্যবস্থা নেওয়া স্ব-নির্ভরতার অন্তর্ভুক্ত।

বাড়ীতে বসবাস (Home living) ঃ বাড়ীঘর ঠিক রাখা, পোষাক পরিচ্ছদের য- নেওয়া, সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ, খাদ্য প্রস্তুত, বাড়ীর জন্য পরিকল্পনা, দোকান বাজার করা, বাড়ীর নিরাপত্তা রক্ষা করা সহ দৈনন্দিন জটিল কাজ করা এর অন্তর্গত।

সামাজিক দক্ষতা (Social Skills) ঃ বন্ধুত্ব করা, কোন কিছু উপলব্ধির প্রকাশ, হাসি এবং হিংসা, যৌন ক্রিয়া সংক্রান্ত আচরণ প্রভৃতিকে বোঝায়।

সমাজ ব্যবহার (Community Use) ঃ লোকসমাজের যৌথ সম্পদের যথাযথ ব্যবহার। জনসাধারণের জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা সাধারণত আছে যেমন,—যাতায়াতের মাধ্যম, দোকান-বাজার, পূজা-অর্চ্চনা, এবং সাধারণের জন্য অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবহার।

আত্ম-নির্দেশ (Self direction) : নিজের পছন্দানুযায়ী শিখন বা নিয়মানুসরণ, কোন কার্য্য সমাধানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে অন্যের সাহায্য চাওয়া এবং সমস্যা সমাধানের উপযুক্ত ব্যবস্থা করাই হল আত্মনির্দেশ।

স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা (Health and Safety) :

নিজের ভাল বোঝা, ঠিকমত খাদ্য গ্রহণ, কোনো অসুস্থতার চিহ্নিতকরণ, চিকিৎসা ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেওয়া, প্রাথমিক পদক্ষেপগুলি জানাও সুস্বাস্থ্যের নিয়মকানুন মেনে চলাই হল স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার মূল কথা।

কার্যকরী শিক্ষা (Functional Academies) ঃ বিদ্যালয়ের শিক্ষার জ্ঞানার্জনের ক্ষমতা ও দক্ষতা যেমন পড়া, লেখা, অঙ্ক করা, ভূগোল বিজ্ঞান ও সমাজবিদ্যা ইত্যাদি জ্ঞানার্জন করা।

অবসর যাপন (Leisure) : আমোদ-প্রমোদ সংক্রান্ত বিষয়ে আগ্রহ ও নিপুণতা যেমন পছন্দসই কাজের অনুশীলন এবং পরিবারিক বা সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করা।

কাজ (Work) : পূর্ণ বা আংশিক সময়ের জন্য কাজ করা বা কোন স্বেচ্ছা সেবামূলক কাজে অংশ গ্রহণ করা।

বিভিন্ন বয়সীদের কাছ হতে সামাজিক প্রত্যাশা ভিন্নরূপ হওয়ার জনেই বিভিন্ন বয়সীদের মধ্যে অভিযোজনের আচরণের ভিন্নতা থাকতে পারে। Grossman (1983) বিকাশের স্তরের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের সংযোগের কথা বলেছেন। অতি শৈশব ও শৈশব কালে নিম্নবর্ণিত ঘাটতি বা অভাবগুলি দেখা দিতে পারে।

- ইন্দ্রিয় সঞ্চালন দক্ষতার বিকাশ
- যোগাযোগ রক্ষা করার দক্ষতা
- স্বাবলম্বনের দক্ষতা
- সামাজিকতাবোধ

শৈশবে এবং বয়ঃসন্ধিকালের প্রাথমিক অবস্থায় উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে এবং নিম্নের বিষয়ে অভাব দেখা দিতে পারে।

- দৈনন্দিন কার্যে প্রাথমিক জ্ঞানের প্রয়োগ।
- পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত যুক্তি ও বিচারের প্রয়োগ।
- দলগত কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণে এবং ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে সামাজিক দক্ষতার প্রয়োগ।
- বয়ঃসন্ধিকালের শেষভাগে এবং প্রাপ্তবয়স্ক কালে উপরোক্তক্ষেত্রগুলি ব্যতীত বৃত্তিমূলক ও সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে অভাব দেখা দিতে পারে।

অভিযোজনের আচরণের বৈশিষ্ট্য দ্বারা মানসিক প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের চিহ্নিত করা শক্ত। মানসিক প্রতিবন্ধকতা যুক্ত শিক্ষার্থীদের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণের বা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অভিযোজনের আচরণের বৈশিষ্ট্য গুরুত্বপূর্ণ। শুধুমাত্র প্রাথমিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে অর্থাৎ পড়া লেখাও অঙ্ক জানা নয়, বিদ্যালয়, বাড়ীতেও সমাজে সফলতার সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের জন্য শিক্ষা দেওয়া হয়।

মূল্যায়ন ঃ (a) বুদ্ধিগত বা বৌদ্ধিক কার্যাবলী।
(b) অভিযোজনের নিপুণতা ক্ষেত্র

১.৪.৩ শ্রবণগত অক্ষমতা (Hearing Impariment)

শ্রবণগত অক্ষমতা আপেক্ষিকভাবে একই প্রকার অক্ষমতা এবং এর সঙ্গে যুক্ত থাকে শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের উত্তেজককে ঠিকমত নির্ণয় করার অক্ষমতা। জীবনে শ্রবণগত অক্ষমতা জীবনের সঙ্গতি বিধান, সামাজিক ও জ্ঞানের বিকাশের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং এই সমস্তগুলো নির্ভর করে পিতা-মাতা তাদের শ্রবণ-প্রতিবন্ধকতাকে কীভাবে গ্রহণ করছেন তার উপর। পরিবারের পরিবেশ এবং পরিবারে শ্রবণ শক্তি অক্ষমদের মর্যাদা প্রতিবন্ধকতা দেখা দেওয়ার বয়স দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ, যথাযথভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা, শ্রবণশক্তি অক্ষম ও বধির শিশুদের উদ্দেশ্যে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার আদর্শ, বধির শিশুরা যেখানে কাজ করে সেখানকার ভাষাগত পরিবেশ এবং যে মৌখিক ও হাতের সাহায্যে কথোপকথনের জন্য নিপুণতা অর্জনের সুযোগ সুবিধা, বড়দের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রতিবন্ধকতার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির উপর শ্রবণশক্তি অক্ষমদের অগ্রগতি নির্ভর করে।

ক্রমবর্দ্ধমান শ্রবণে অক্ষমতা কিংবা শ্রবণ ইন্দ্রিয়কে উত্তেজনার প্রতি ক্রিয়াশীল করে তুলতে না পারাই হল শ্রবণগত অক্ষমতা।

চিহ্নিতকরণ (Identification) :

শ্রবণ শক্তি সম্পন্ন শিশু ও বধির শিশুর সহজাত ক্ষমতা একই প্রকার। কিন্তু শ্রবণে অক্ষমতার জন্য এরা শিখনে এবং অন্যদের সঙ্গে ভাষা ও ভাববিনিময়ে দক্ষতার উন্নতি করতে পারে না।

- ভাষার উপলব্ধি ও ব্যবহারে তাদের অসুবিধা থাকে।
- কথা বলতে, পড়তে এবং বানানের ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ সমস্যা দেখা দেয়।
- কোন তথ্য ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে অসুবিধা।
- সীমাবদ্ধ ভাষার নিপুণতা পড়ার ক্ষেত্রে এবং কোন ধারণাকে কৌশলের সঙ্গে নিজ উদ্দেশ্য সাধনে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে।
- স্বাভাবিক শ্রবণশক্তি যুক্ত শিশুরা প্রাসঙ্গিকতার মধ্যে শিখতে পারে, ভাষার দক্ষতা বাড়াতে পারে, শোনার মাধ্যমে তাদের নিপুণতা ও ধারণা শক্তিশালী করতে পারে। কিন্তু শ্রবণগত দক্ষতাহীন শিশুরা এ-সুযোগ পায় না।
- অনেকেই মৌখিক প্রতিক্রিয়াতে দ্বিধা করে এবং এভাবেই তাদের অগ্রগতি এবং কৃতিত্ব প্রদর্শন সীমিত হয়।
- ভাষাগত দক্ষতার বিকাশ মন্থর হয়।

চিহ্নিতকরণ ঃ ভাষার দক্ষতার অভাব, ভাষার উপলব্ধিতে ও ব্যবহারে অসুবিধা, বিশেষ অসুবিধা পড়তে ও কথা বলতে, কোন তথ্য ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে অসুবিধা, সহজাত বুদ্ধির ক্ষমতা স্বাভাবিক।

মূল্যায়ন (Assessment) :

- শ্রবণগত দক্ষতার সীমাবদ্ধতার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করার জন্য শ্রবণ বিষয়ক বিশেষজ্ঞের দ্বারা শ্রবণগত দক্ষতার মূল্যায়ন করা হয়।
- শিশুর বুদ্ধি সংক্রান্ত ক্ষমতা নির্দ্ধারণের জন্য মনস্তত্ত্ববিদের সাহায্যে বুদ্ধ্যঙ্ক (I.Q.) মূল্যায়ন করা যেতে পারে।
- বিশেষজ্ঞ শিক্ষাবিদের দ্বারা শিশুর শিক্ষার অর্থাৎ পড়া, লেখা ও অঙ্ককষা বা প্রাথমিক জ্ঞানের স্তর বা মান মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

মূল্যায়নের প্রকার (Types of Assessment)

শ্রবণ সম্বন্ধীয়

কথা

ভাষা

ইঙ্গিত বা ইসারা ভাষার মাধ্যমে কথাবার্ত্তা

জ্ঞানমূলক

বিকাশমূলক

শিক্ষাবিষয়ক

বৃত্তিমূলক

আচরণগত পরীক্ষা

ভাষার মূল্যায়ন (Language Assessment)

যে সমস্ত ছোট শিশু বিলম্বিত কথার জন্য ইসারা দেখায় তাদের ভাষার মূল্যায়ন প্রয়োজন হয়। কথার এই বিলম্বিতকরণ বংশানুক্রমিক এবং পরিবেশগত কারণের জন্য হতে পারে। ভাষা, ধ্বনিতত্ত্ব, ব্যাকরণ ও শব্দার্থ সম্বন্ধীয় ভাষা সমস্যা স্থাপন করতে এটা করা হয়। মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে এটি করা যেতে পারে। শ্রুতি লিখনের মাধ্যমেও শ্রবণের দ্বারা বোঝা বা উপলব্ধির ক্ষমতা, কোন কিছু গ্রহণ করে প্রকাশ করার ক্ষমতা পরীক্ষা করা যেতে পারে। স্পষ্টভাবে কথা উচ্চারণ, ব্যাকরণ-সম্বন্ধীয় গঠন, এক পদ্ধতি হতে অন্য পদ্ধতিতে রূপান্তর, ভাষার বিন্যাস করে বাক্য পূর্ণাঙ্গ করার শক্তি পরীক্ষা করা হয়। এইসব পদ্ধতি বা কৌশল ব্যবহার করে শিক্ষক ভাষা ক্ষমতার এক চিত্র আঁকতে পারেন যার সাহায্যে ভাষার প্রতিবন্ধকতা সম্বন্ধে পরিকল্পনা করা যেতে পারে।

শ্রবণগত অক্ষমদের বুদ্ধি সংক্রান্ত কার্য্য দুপ্রকার মনস্তাত্ত্বিক কার্যকলাপের মধ্যে মূল্যায়ন করা যায় (১) জটিল সমস্যা সমাধান করার ক্ষমতা পরিমাপের জন্য বুদ্ধি পরীক্ষার পদ্ধতির উন্নতিসাধন। এর ফলে বধির ব্যক্তির বুদ্ধিগত কার্য্যকারিতা (intellectual functioning) মূল্যায়ন করা যাবে। (২) বোধমূলক কার্য্যকলাপের পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নতির ফলে শিখন ও উপলব্ধি মূল্যায়ন করা যাবে।

কথোপকথন বা অন্যের সঙ্গে ভাষার আদান-প্রদানে শ্রবণগত অক্ষম শিশুর অসুবিধা থাকতে পারে। এ

থেকে বুদ্ধি ক্ষমতা সম্বন্ধে একটা স্থূল ধারণা পাওয়া যায়। এবং বুদ্ধ্যঙ্ক কম ধরে নিয়ে সেভাবেই সাবধানতার সঙ্গে সব কিছু করা যেতে পারে, কিন্তু এর সঙ্গে আচরণগত অভিযোজন সংযোগ না করলে বুদ্ধির কার্য্যকারিতা বোঝা যায় না। সামাজিক যোগ্যতা, নিজস্বযোগ্যতা, দৈহিক যোগ্যতা, কোন কিছু গ্রহণে যোগ্যতা, অন্যের কাছে আ--প্রকাশের ক্ষমতা, সঙ্গতি বিধানের ক্ষমতা পরীক্ষার জন্য কৌশল উদ্ভাবন করার প্রয়োজন।

আচরণগত পরীক্ষা (Visual reinforcement audiometry or Conditioned orienting response) সাধারণভাবে ৬ মাসে কিংবা তার পরে শ্রবণ শক্তি অক্ষমতা পরীক্ষা করা যেতে পারে। কথা ও ভাষা করায়ত্ব করার পূর্বেই এটা প্রায় সকল শিশুকেই করা যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে কোন বিশেষ স্থানে প্রেরণ করার সমস্যা কমবে এবং চিহ্নিতকরণের (labelling) সমস্যাও কম হবে। চিহ্নিত শিশুকে পুনর্বাসন ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ সময়মত করা যেতে পারে এবং পরে শ্রবণ শক্তির সীমাবদ্ধতার কারণও নির্ণয় করা যেতে পারে।

এই পদ্ধতির কিছু অসুবিধা আছে ঃ

(১) চিরাচরিত আচরণগত শ্রবণশক্তি পরীক্ষা যন্ত্রে (Traditional behavioural audiometry) ৬ মাসের মধ্যে পরীক্ষার জন্য নিপুণ ও দক্ষ লোকের প্রয়োজন এবং এটা সময় সাপেক্ষ।

(২) সদ্যজাত শিশুদের পরীক্ষার মত বেশি বড় শিশুকে একই পদ্ধতিতে পরীক্ষা না করে বিভিন্ন যুক্তিযুক্ত পরীক্ষার সুযোগ দিতে হবে।

(৩) হাইয়েষ্ট রিস্ক থাকা ডেভলপমেন্টালি শিশুদের টেস্টিং করা খুবই অসুবিধাজনক।

(৪) কিছু কিছু শ্রবণগত অক্ষমদের ১ বৎসরের বেশী বয়স না হলে চিকিৎসা করা যায় না।

মূল্যায়নের প্রকার (Types of Assessment) : শ্রবণ শক্তি পরীক্ষার যন্ত্র (Audiometric) কথা, ভাবের আদান-প্রদান, জ্ঞানমূলক, বিকাশমূলক, শিক্ষাগত, বৃত্তিমূলক এবং আচরণগত।

পরীক্ষার পদ্ধতি (Testing techniques) ঃ প্রাথমিক অবস্থায় রোগ নির্ণয়, ঠিকভাবে চিহ্নিত করে নিরাময়ের ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যাবশ্যক এবং শ্রবণশক্তি অক্ষমদের বিভিন্ন স্তরে সাহায্য করা হয়।

(a) উচ্চ ঝুঁকি যুক্ত রেজিষ্টার (Highrisk register) এই বই-এ শৈশবে শ্রবণশক্তি অক্ষমতা লিপিবদ্ধ করা হয়। rubella হতে সংক্রমণ, কান, নাক, গলার ত্রুটি, ঠোঁট দ্বিখণ্ডন বা কাটা, তালুতে ফুটো, জন্মের সময়ে ১৫০০ গ্রামের কম ওজন।

(b) পরীক্ষার পদ্ধতি (Sereening Procedures) শিশু যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সিতে শব্দ সৃষ্টি করা হয় এবং শব্দের প্রতি সাড়া দেবার ক্ষমতা লক্ষ্য করা হয়।

(c) Cribiogram Technique : এই পদ্ধতিতে শিশুর বিছানায় Sound box রাখা হয় এবং বিছানায় লিপিবদ্ধ করা কৌশল স্থাপন করা হয়। কিছু বিরতির পর যখনই শব্দ ৯২ dB উৎপাদিত হয় শিশুর প্রতিক্রিয়া আপনাআপনি লিপিবদ্ধ হয়।

EEG

শ্রবণ-ইন্দ্রিয়-র সাড়া দেওয়া পরীক্ষা করার জন্য EEG ব্যবহার করা হয়। প্রথম ছ'মাসে শিশুর Audiometric পরীক্ষা এবং বিভিন্ন শব্দের প্রতি সাড়া দিতে আচরণ লক্ষ্য করা হয় এবং পরে আরও বিস্তারিতভাবে Audiometric পরীক্ষা করা হয়।

প্রাথমিক অবস্থায় চিহ্নিত করার পর পারস্পরিক ক্রিয়া, শ্রবণ যন্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা গঠন, প্রাথমিক উদ্দীপনা, ইন্দ্রিয় সমূহের ব্যবহারের দক্ষতার উন্নতি, কথা বলার জন্য কণ্ঠের ব্যবহার ও শিক্ষা, খেলা এবং কোন বিষয় ও বস্তুনিরপেক্ষ বিষয়ের ধারণার বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। শিশুর প্রয়োজন অনুসারে শ্রবণ-যন্ত্র যে-র সঙ্গে নির্বাচন করা উচিত। কথার মাধ্যমে অন্যের সঙ্গে ভাববিনিময় ক্ষেত্রে প্রাথমিক কার্যাবলী শুরু করা প্রয়োজন। শ্রবণশক্তি অক্ষম শিশুদের প্রথমেই মেনে নিয়ে পিতা-মাতাকে শ্রবণ-যন্ত্র ব্যবহার সম্পর্কে এবং উদ্দীপিত করার কৌশলের জন্য ট্রেনিং (শিক্ষা) নেওয়া প্রয়োজন।

Audiometer

Audiometer বিশুদ্ধ স্বর তৈরী করা বৈদ্যুতিক কৌশল বা পদ্ধতি। শ্রবণ ক্ষেত্রের স্তর Hearing Threshold level (HTL), Hearing Level (HL) এবং Sound Pressure Level (SPL) পরিমাপ করে। Audiogram শিশুর শ্রবণ শক্তি ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য প্রস্তুত হয়।

ক্ষতির পরিমাণ, কর্ণের বিকৃতি স্থান, শ্রবণশক্তি ও তার সময়কাল প্রভৃতির উপর নির্ভর করে শ্রবণগত অক্ষমদের mild, moderate, severe ও profound শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। এছাড়া Conductive loss, Mixed loss, Sensory neural loss and Non-organic loss, Congenital loss ও Prelingual loss শ্রেণীতেও ভাগ করা হয়।

শ্রবণে অক্ষম শিশুদের যোগ্যতা মূল্যায়নের জন্য সাধারণত নিম্নলিখিত সমস্ত মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা করা হয় ঃ

Seguin form board
WISC (R or III)
Vineland Social maturity Scale
Bayley Scale of infant development
Bender visual moter gestalt test
Differential apptitude test
Personality test
Behaviour checklist.

শ্রবণগত অক্ষমতার শ্রেণীবিভাগ (Classification of hearing impairment)

শ্রবণগত দক্ষতার পরিমাণের উপর নির্ভর করে শ্রবণগত অক্ষমদের নিম্নভাবে শ্রেণীবিভাগ করা যেতে পারে।

মৃদু Mild H. I. : 26 – 54 db

মাঝারি Moderate H. I. : 55 – 69 db

বেশি Severe H. I. : 70 – 89 db

খুব বেশি Profound H. I. : 90 db and above

০ db যেটা থেকে স্বাভাবিক শ্রবণ ক্ষমতা সম্পন্ন লোকে অতি ক্ষীণ বা দুর্বল শব্দ সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে। তাতে পরবর্ত্তী সংখ্যা শ্রবণশক্তি হারানোর পরিমাণ নির্দেশ করে।

মৃদু এবং মাঝারি শ্রবণক্ষমতা হারানো শিশুরা সাধারণ নিয়মিত শ্রেণী কক্ষে বিশেষ সাহায্যের দ্বারা অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। যেহেতু তারা শ্রবণ যন্ত্রের সাহায্যে অবশিষ্ট শ্রবণ শক্তিকে ব্যবহার করতে পারে।

শ্রেণীবিভাগ

Mild H. I. : – 26 – 54 db

Moderate H. I. : 55 – 69 db

Severe H. I. : 70 – 89 db

Profound H. I. – 90 db এবং তার উপরে।

শ্রবণক্ষমতা হারানোর (অক্ষমতার) প্রকারভেদ (Types of hearing loss) :

সাধারণত এটাকে Conductive loss ও Sensori neural impariment এ ভাগ করা হয়।

(১) **Conductive loss :** পরিবাহী বা সঞ্চালন ক্ষমতার ক্ষতি। বাইরের বা মধ্য কর্ণের কার্যকারিতার অভাবে শব্দ প্রেরণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটা সাধারণতঃ মৃদু বা মধ্যম শ্রবণ শক্তি ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে দেখা যায়। যদিও অনেক সময় বড়ো ধরনের ক্ষতিও পরিলক্ষিত হয়।

(২) **Sensori neural loss**

ক্ষতি অনেক সময়—শ্রবণের স্নায়ুতে ঘটতে পারে। এই স্নায়ুর সাহায্যে অন্তকর্ণ হতে মস্তিস্কের কেন্দ্রে শ্রবণ পৌঁছে। এটা অপারেশন করে ভাল করা যায় না। এই প্রকার ক্ষতি স্থায়ী।

শ্রবণগত অক্ষমতার প্রকারভেদ

(১) Conductive loss : বাহির বা মধ্য কর্ণের কার্যকারিতার অভাব এবং শব্দ প্রেরণের ক্ষমতার ক্ষতি।

(২) Sensori neural loss : শ্রবণ স্নায়ুর ক্ষতিসাধন।

১.৪.৪ চলনে অক্ষমতা (Locomotor Impairment)

অস্থি বিষয়ক অক্ষমতা অতি সাধারণ শারীরিক অক্ষমতা। পেশী সংক্রান্ত কিংবা কাঠামোগত কিংবা মূল স্নায়ুতন্ত্র সম্বন্ধীয় বিষয় যার ফলে সঞ্চালন বা চলাচল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই কথাটির অর্থ এই অক্ষমতা জন্মগত অস্বাভাবিকতা হতে সংঘটিত যেমন বিকৃত পা। অক্ষমতা পোলিওর মত রোগ থেকেও হতেও পারে, কিংবা অক্ষমতা স্নায়বিক কারণে যেমন মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত থেকে হতে পারে।

অস্থিগত অক্ষমতা চলাফেরাকে সীমিত করে এবং ক্ষতির মাত্রা ক্ষেত্র বিশেষে চরম হতে পারে। মৃদু অস্থি

অক্ষমতাসম্পন্ন ছাত্রেরা সাধারণ শিক্ষায় শ্রেণীকক্ষে ভালভাবে কাজ করতে পারে এবং কখনও এদের কোন সাহায্য প্রয়োজন হয় না কিংবা হয়তো অল্প সাহায্য প্রয়োজন হয়। যাদের ক্ষতির মাত্রা বেশী তাদের বিশেষ ফার্নিচার বা প্রশিক্ষিত ব্যক্তির সাহায্য প্রয়োজন হতে পারে।

অবস্থা পেশীগত, অস্থিকাঠামোগত অথবা স্নায়ুতন্ত্র গত এবং এটি চলাফেরাকে ক্ষতিগ্রস্থ করে।

চিহ্নিতকরণ (Identification)

এই শ্রেণীর ছাত্রেরা

- সচরাচর সাধারণ বুদ্ধির সীমার (range) মধ্যে অর্থাৎ ৯০—১১০ I. Q.-এর মধ্যে থাকে যদিও তাদের বেশী অংশই এই IQ সীমানার মধ্যে নিচের দিকে থাকে।
- পক্ষাঘাতের জন্য তাদের কথা বলার বা তার সাবলীলতার অসুবিধা থাকে।
- তাদের চলাচলে অসুবিধা থাকে এবং তারা wheel chair, crutch এবং brace প্রভৃতি পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে চলতে সক্ষম হয়ে ওঠে।
- শিক্ষায় তাদের কৃতিত্ব সাধারণত এমন বন্ধুদের মত যারা প্রতিবন্ধী নয়।
- তাদের কাজের অর্থাৎ লেখা, খাওয়া, পরিবেশে বস্তুকে ঠিকমত পরিচালনের ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধনের অসুবিধা থাকে। তাদের চলাফেরা করার সময় স্বাভাবিক ছাঁদ থাকে না, শরীরে ঝাঁকুনি ও চোখেমুখে উদ্বেগ পরিলক্ষিত হয়।
- স্বাস্থ্য, চিকিৎসা অথবা চিকিৎসা জনিত অসুবিধার জন্য তারা বিদ্যালয়ে প্রায়ই অনুপস্থিত থাকে।
- শারীরিক বা স্বাস্থ্য বিষয়ে ত্রুটি থাকার জন্য খেলাধূলা, ভ্রমণ, বনভোজন বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতার মাত্রা কম থাকে।
- সন্ধি স্থানে প্রায়ই ব্যথা।
- মোটর কন্ট্রোল দুর্বল।

দুর্বল অস্থি নিয়ন্ত্রণ, সন্ধি স্থলে ব্যথা, অভিজ্ঞতাকে সীমাবদ্ধ করে। অনুপস্থিতি, ঝাঁকুনি দিয়ে চলাফেরা, লেখা, খাওয়া এবং জিনিস ঠিকভাবে ব্যবস্থার করার ক্ষেত্রে অসুবিধা, পড়াশুনাকে ব্যাহত করা, চলাফেরাতে সীমাবদ্ধতা।

মূল্যায়ন (Assessment) :

অক্ষমতার পরিমাণ ও প্রকৃতি নির্ণয়ের জন্য Physiotherapist ও Occupational Therapist দ্বারা মূল্যায়ন করা হয়। যথা মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত, Spasticity, উর্দ্ধাঙ্গ, নিম্নাঙ্গ, ডান, বাম কিংবা উভয় দিকের পক্ষাঘাত প্রভৃতি।

শিক্ষা বিষয়ে মনস্তত্ত্ববিদের দ্বারা বুদ্ধির ক্রিয়াশীলতা মূল্যায়ন।

বিশেষ শিক্ষক দ্বারা পড়া, লেখা, অঙ্ককষা প্রভৃতিক্ষেত্রে মূল্যায়ন।

বেশীর ভাগ শারীরিক প্রতিবন্ধী বা অস্থি সঞ্চালনে অক্ষম শিক্ষার্থীদের সাধারণ শ্রেণীকক্ষের অন্তর্ভুক্ত করা যায় যেহেতু শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের কোন অসুবিধা থাকে না।

প্রকারভেদ (Types)

কয়েকটি পরিচিত শারীরিক প্রতিবন্ধকতা ঃ

পোলিও ভাইরাস দ্বারা সংঘটিত সংক্রামক রোগ পোলিওমাইলিটিস (Poliomyclitis) রোগ খুব সামান্য হতে সাংঘাতিক হতে পারে। পক্ষাঘাত, পেশী কৃশতা (mascular atrophy), এমনকি মারাত্মক পক্ষাঘাত।

Mascular dystrophy প্রকৃতপক্ষে জন্মকাল হতে সমস্যা যার ফলে পেশী আনুপাতিকভাবে কৃশ হতে পারে। কিন্তু স্নায়ু বা অনুভূতি বিষয়ে কোন সমস্যা থাকে না।

Mascular dystrophy চার ধরনের ঃ

Pseudohypertrophic type : যখন শিশু হাঁটতে আরম্ভ করে তখন এটা নির্ণয় করা যায়। এটা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে।

Facioscapulohemera : পা অপেক্ষা ঘাড় ও বাহুকে বেশী দুর্বল করে। ছেলেমেয়েরা আক্রান্ত হতে পারে।

Limb-girdle dystrophy : পেশীর দুর্বলতা প্রথমে উর্ধ্ববাহু এবং পেলভিজে (Pelvis) দেখা যায়। এর সঙ্গে থাকে ভারসাম্য রক্ষার দুর্বল ক্ষমতা, হাঁসের মত হেলে দুলে চলার ভঙ্গি, বাহুতোলার অক্ষমতা। ৬—১০ বছর বয়সের মধ্যে আক্রান্ত হতে দেখা যায়।

Mixed dystrophy : সমস্ত স্বেচ্ছাচালিত মাংস পেশীকে (voluntary Muscles) ৩০—৩৫ বছর বয়সের মধ্যে আক্রান্ত করে এবং অবনতি দ্রুতগতিতে ঘটে।

মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত (Cerebral Palsy) : কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র অর্থাৎ মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডকে আক্রান্ত করে জন্মের আগে, সময়ে এবং জন্মের পরে। স্নায়ু ও পেশী সংক্রান্ত গোলযোগ।

তিন ধরনের মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত আছে ঃ

Spastic Cerebral Palsy : ব্যক্তির শরীর অনমনীয়, পেশী টানটান এবং সংকুচিত।

Athetoid Cerebral palsy : চলাফেরায় অনিচ্ছাবশত মুখবিকৃতি, মানসিক ও শারীরিক কষ্ট, তীব্র ঝাঁকুনির ফলে স্বতঃপ্রবৃত্ত চলাফেরায় অসুবিধা।

Ataxic Cerebral Palsy : এটি বিরল প্রকৃতির। ভারসাম্য রক্ষার অসুবিধা, সমন্বয়ের অভাব, কম্পন ইত্যাদি।

Spina bifida : জন্ম হতেই ত্রুটি। গর্ভ অবস্থায় প্রথম তিন মাসের মধ্যে embryonic neural tube বড় হওয়ার ফলে উদ্ভুত জন্মগত ত্রুটি।

শ্রেণীসমূহ (Types)
পোলিও
Muscular dystrophy প্রধানত চারটি ধরন ঃ
মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত— ৩ প্রকার
Sina bifida

১.৪.৫ শিখনে অক্ষমতা Learning Disability (L. D.)

শিখন অক্ষমতা এমন একটা অসঙ্গতি যা শিক্ষার্থী দেখে শোনে তাকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে অসুবিধা ঘটায়

কিংবা মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ হতে তথ্যের সংযোগ সাধনে বিঘ্ন ঘটায়। এই ত্রুটি বিভিন্ন ভাবে প্রতিফলিত হয়। কথ্য ও লিখিত ভাষায় প্রকাশের বিশেষ অসুবিধা এই অক্ষমতার অন্তর্গত। এছাড়া, সমন্বয়সাধন, আত্মনিয়ন্ত্রণ কিংবা মনোযোগ দানে অসুবিধা শিখন অক্ষমতার মধ্যে পড়ে। এই অসুবিধাসমূহ বিদ্যালয়ের শিক্ষাকেও প্রভাবিত করে এবং পড়তে লিখতে বিঘ্ন ঘটায়। শিখনের অক্ষমতা নির্ণয় প্রামাণিক পরীক্ষা দ্বারা করা যায়। এই পরীক্ষার মাধ্যমে বয়স ও বৃদ্ধি অনুসারে স্বাভাবিকের তুলনায় শিশুর শিখন অক্ষমতার স্তরের তুলনা করা যেতে পারে। পরীক্ষার ফলাফল শিশুর প্রকৃত অক্ষমতার উপর শুধুমাত্র নির্ভর করে না। নির্ভর করে পরীক্ষার বিশ্বাসযোগ্যতা ও প্রশ্নের উপর মনোযোগ ও সেটা বোঝার ক্ষমতার উপরেও।

L.D. একধরনের অসঙ্গতি যা দেখে ও শুনে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দেয় কিংবা মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সমন্বয় সাধন করতে পারে না। বিশেষ ক্ষেত্রে ভাষা বলতে ও শিখতে, সমন্বয়সাধনে আত্মনিয়ন্ত্রণে কিংবা মনোযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ অসুবিধা প্রকাশ করে।

শিখনে অসমর্থদের যথাযথ মূল্যায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং শিশু যে ধরনের সাহায্য লাভ করবে সে বিষয়ে এটি প্রাসঙ্গিক। কিন্তু মূল্যায়নের ব্যাপারে প্রধান অসুবিধা হল বিভ্রান্তিকর অসমর্থতার প্রকৃতি। তাছাড়াও, বৈশিষ্ট্যগুলি মধ্যে অনেক ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য অন্য প্রকার অসমর্থ ব্যক্তিদের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। প্রথাগত পরীক্ষাগুলো প্রামাণ্য কিন্তু প্রথা বহির্ভূত পরীক্ষাগুলো ঠিক প্রামাণ্য নয়।

মানুষের শিখনের ক্ষমতার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক পার্থক্য বা অমিল থাকে কিন্তু শিখন-অক্ষমতা মস্তিষ্কের বিশেষ অবস্থাকে নির্দেশ করে যা কার্যকরী শিক্ষাকে বাধা দেয়। শিখনে অক্ষমতার Neuro-psychological কারণগুলিকে প্রক্ষোভ, পরিবেশ, মনোভাব ও অন্যান্য বিষয়ক কারণ থেকে পৃথক করতে হবে এবং শিক্ষা ক্ষমতায় স্বাভাবিক ব্যক্তি পার্থক্য হতেও আলাদা করতে হবে।

মস্তিষ্কের গঠনগত ক্ষতি জন্মের সময় আঘাত, অপর্যাপ্ত অক্সিজেন, এনকেফেলাইটিস এবং এই প্রকার কারণের জন্য হতে পারে। এরজন্য dyslexia বা পড়ায় অক্ষমতা, বিলম্বে পরিপক্কতা, অপটুতা, অস্বাভাবিক কর্মক্ষমতা, এবং উপলব্ধির ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। Electrical, Chemical এবং Metabolic অস্বাভাবিকতা মস্তিষ্কে আসতে পারে এবং এগুলো স্নায়ুবিক সংযোগের ক্ষেত্রে বাধা দিতে পারে। Lateralised মস্তিষ্কের কার্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি মস্তিষ্কের দৃষ্টি ও শ্রবণ ইঙ্গিতকে সমন্বিত করতে বাধা দেয় এবং এটি ব্যক্তির দৃশ্য ও শব্দের মধ্যে ভাষাকে খাপ খাইয়ে নিতে ব্যক্তিগত ক্ষমতার মধ্যে বিশৃঙ্খলা আনে।

চিহ্নিতকরণ (Identification)

সনাক্তকরণ—

—ক্ষমতা/যোগ্যতা

কার্যসম্পাদন

প্রভেদ

দুর্বল কার্য সম্পাদন

বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহুমুখী কার্যসম্পাদন

বিদ্যালয়ে সমস্যা দেখা দিলেই সাধারণত শিশুকে শিখন অক্ষম বলে মূল্যায়ন করা হয়, বিভিন্ন রকমভাবে পরীক্ষা করা হয় ও তিনটি লক্ষণের জন্য শিখনে অক্ষমকে চিহ্নিত বা সনাক্ত করা হয়ে থাকে।

(ক) ক্ষমতা ও কার্যসম্পাদনের মধ্যে বিভেদ বা পার্থক্য।

(খ) দুর্বল কার্যসম্পাদন।

(গ) জীবনের বিস্তৃত মূল্যায়ন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যময় কার্যসম্পাদন।

শিখনে অক্ষম শিশুদের মধ্যে আচরণগত কিছু বৈষম্য থাকে যা তাদের চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। যথা ঃ

- স্বাভাবিক কিংবা স্বাভাবিক হতে বেশি বুদ্ধি বিষয়ক কার্যাবলী সম্পাদন।
- আকস্মিক আবেগজনিত কার্য (Impulsivity)
- কার্যে নিজেকে প্রকাশে অক্ষমতা।
- এক হতে অন্য কার্যে নিজেকে যুক্ত করার অক্ষমতা।
- আপাতদৃষ্টিতে উদ্দেশ্যহীন কার্যের সংখ্যা বেশি।
- ভুল বা অনুপযুক্ত উপলব্ধি।
- পড়া লেখা ও Transposition এর ক্ষেত্রে প্রত্যাশার বিপরীত কার্যসাধন।
- ডান-বাম, উপর-নীচ সম্বন্ধে সমস্যা।
- মৌখিক তথ্য বা সংবাদের ক্ষেত্রে উপলব্ধি ও স্মরণ করার অসুবিধা।
- Visual image কে ব্যাখ্যা ও স্মরণ করার অসুবিধা।
- কাজ এলোমেলোভাবে বা বিশৃঙ্খলভাবে আরম্ভ করা।
- বিমূর্ত্ত ধারণা সম্বন্ধে চিন্তা করার সমস্যা।
- অপটুতা বা অস্পষ্টতা (clumsiness)
- বেশী চঞ্চলতা (hyperactivity)
- লিখতে গিয়ে অক্ষর বাদ দেওয়া, অন্য অক্ষর লেখা, উল্টো অক্ষর লিখে ফেলা।
- পড়ার সময়ে লাইন বাদ দেওয়া।
- মৌখিক নির্দেশ বুঝতে অসমর্থ।
- মেজাজের পরিবর্ত্তন (subject to mood swings)।
- ভোলা মন বলে প্রতীয়মান হওয়া।
- সামাজিক ক্ষেত্রে বিচার বিবেচনার অভাব।
- ব্যক্তিক আদানপ্রদানে সমস্যা (Interpersonal Problems)।
- বিদ্যালয়ে সামাজিকতাবোধের পরিচয় দিতে না পারা।
- নিজের সম্পর্কে হীন ধারণা (low self-concept)।

শিখন অক্ষমতার উপরিভাগ (Sub types of learning disabilities)

শিখন অক্ষমতার প্রকৃতি

পুঁথিগত শিক্ষায় অক্ষমতা—পড়া, লেখা, অঙ্ক ; বিকাশমূলক শিখন অক্ষমতা—মনোযোগ, স্মৃতি, উপলব্ধি, চিন্তন, ভাষা, উপলব্ধি বিষয়ক অঙ্গ (Perceptual motor)

Chal fant এবং Kirk (1984) দুই প্রকার শিক্ষার্থীদের কথা বলেন। "পুঁথিগত বা বিদ্যালয়ের শিখনে অক্ষমতা"। "পড়া, অঙ্ককষা, বানান করা এবং লেখায় অক্ষমতা।" বিকাশমূলক শিখন অক্ষমতা (Developmental disabilities) হল শিক্ষায় দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজনীয় ক্ষমতার মধ্যে শৃঙ্খলা সমন্বয় সাধিত না হওয়ার ফলে কার্যকরী প্রয়োগ দক্ষতার অভাব।

এই অক্ষমতাগুলোর অন্তর্ভুক্ত মনোযোগ, স্মৃতিশক্তি, উপলব্ধি করা ইন্দ্রিয় সমূহের কার্য্য, উপলব্ধি, চিন্তন অথবা ভাষার অভাব বা বিশৃঙ্খলা।

L. D.-এর মূল্যায়ন ঃ Sensory, motor, affective, Social, conceptual, Language and Communication.

শিখন অক্ষমতার মূল্যায়ন (Assessment of learning Disability) ঃ বিদ্যালয়ে প্রবেশের পূর্বের স্তরের শিশুদের, বোধশক্তি, সঞ্চালন, সামাজিক, ধারণামূলক, ভাষাগত, আবেগসম্বন্ধীয়, ভাবের আদান-প্রদান ক্ষেত্রগুলির মূল্যায়ন করা যেতে পারে। বিকাশমূলক লক্ষণগুলি Learning test-এর মূল্যায়নের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে যেমন দৃষ্টি ও শ্রবণ সম্বন্ধীয় কার্যসম্পাদন সূক্ষ্ম ও সাধারণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন নিপুণতা, উদ্বেগ, মনোযাগবিস্তার, অধ্যবসায়, সামাজিক দক্ষতা, ভাষা প্রকাশ ও উপলব্ধিতে দক্ষতা, স্পষ্টভাবে কথা বলা প্রভৃতি।

প্রাথমিক পরীক্ষা, শিক্ষকের পর্যবেক্ষণ এবং কার্যসম্পাদনের Index ব্যবহার করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিখনে অক্ষমতা পরীক্ষা করা যেতে পারে।

শিখনে অক্ষমতার জন্য স্নায়ু বিষয়ক পরীক্ষা (neurological examination), পঠন পরীক্ষা, visual motor gestalt test, draw a man test, gross and fine motor test, hyper-kinesis, ontological findings & biological screening করা উচিত। এই medical বৈশিষ্ট্যগুলি শিখনে অক্ষমতা থাকা শিশুদের নিয়ে কাজ করতে প্রয়োজন হয় এবং এছাড়া প্রয়োজন বুদ্ধিগত কর্ম সম্পাদন ক্ষমতা যাচাই।

অন্যান্য মূল্যায়নের (other evaluation would consist of) উপাদানগুলি নিম্নরূপ

বিকাশ সম্বন্ধীয় অক্ষমতা

ক্ষমতা এবং সম্ভাব্য ক্ষমতার অসামঞ্জস্য বা শিখন পদ্ধতিগত অসঙ্গতি।

স্বাস্থ্য, জন্ম-ইতিহাস, শারীরিক বিকাশ, প্রক্ষোভ ও শিক্ষামূলক বিষয় (factor) এবং সঙ্গতিবিধান।

ভাষা—গ্রহণে ও প্রকাশে সামর্থ্য

লেখার দ্বারা প্রকাশ, বানান, হাতের লেখা এবং ধারণা।

পঠন

গণিত

মনোযোগ, উপলব্ধি, প্রেরণা, প্রক্ষোভ, স্মরণশক্তি এবং আচরণ।

কিছু কিছু বহুল ব্যবহৃত পরীক্ষা

মূল্যায়ন ঃ উন্নতি বা বিকাশ, শিখন, প্রক্ষোভ, লেখার দ্বারা প্রকাশের ক্ষমতা, পঠন, গণিত, মনোযোগ, উপলব্ধি, প্রেরণা, স্মৃতি-শক্তি, আচরণ।

Informal Reading Inventory, wechsler Intelligence Scale for children (WISCR & III), Draw a Man Test, Aston Index Test for Learning Difficulties, Peabody Picture Vocabulary Test, Illinois Test of Psycholinguisotic Skills, Vineland Social Maturity Scale, Kauffman Test of Educational Assessment, Wide Range Achievement Test, Behaviour Checktest for Screeing the Learning Disabled (BCSLD) Diagnostic Test of learning Disability (DTLD), Swarup Mehta Test of Thinking Strategies (TTS).

১.৪.৬ মনোযোগের অভাব এবং অসংলগ্ন আচরণ অসংগতি / মনোযোগের অভাব অতি সক্রিয়তা যুক্ত অসঙ্গতি (Attention Deficit and Disruptive Behaviour Disorder /Attention Deficit Hyper-active Disorder) :

মনোযোগের অভাবজনিত অসংগতি চিকিৎসাযোগ্য অবস্থা যা কোন ব্যক্তির কাজে মনোনিবেশ এবং মনোযোগ রক্ষা করার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে।

নিস্ক্রিয় অমনোযোগিতা (অন্য বিষয়ে চলে যাওয়া, দিবাস্বপ্ন ইত্যাদি)-কে সাধারণ মনোযোগ অভাবের অসঙ্গতি বলে উল্লেখ করা হয় (ADD)—Attention deficit disorder), যখন অমনোযোগিতার সঙ্গে অতি সক্রিয়তাজনিত অসংগতি ও আবেগ সংযুক্ত হয় তখন তাকে ADHD বলাই শ্রেয় (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)। এই দুটি নাম একে অন্যের স্থানে প্রায়ই ব্যবহৃত হয়।

মনোযোগের অভাবজনিত অসঙ্গতি (Attention Deficit Disorder (ADD) and Attention Deficit Hyperactity Disorder (ADHD) : ADD এবং ADHD উপসর্গগুলি শিশু ও বয়স্কদের মধ্যে আরোপ করা যেতে পারে যারা কোন সময়কালে কিছু নির্দিষ্ট আচরণগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। সাধারণ আচরণগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়—In attention, Hyperactivity এবং Impulsivity. যে সমস্ত ব্যক্তি অমনোযোগী তারা একটা বিষয়ে বেশী সময় দিতে পারে না এবং কয়েক মিনিট কাজ করার পরই বিরক্ত বোধ করে। যে সমস্ত ব্যক্তি অতিসক্রিয়তাজনিত কারণে চঞ্চল তাদের সর্বদা একটা ছট্‌ফটানি থাকে। তারা স্থির ভাবে বসে থাকতে পারে না এবং প্রায় সব সময়ই অস্থির থাকে। যারা অত্যধিক আবেগ প্রবণ তারা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখাতে অসুবিধা বোধ করে, কিংবা চিন্তার স্বাভাবিক রূপদানে অক্ষম হয়।

ADD/ADHD : চিকিৎসাযোগ্য

একধরনের অসংগতি যা ব্যক্তির কোন কাজে মনোনিবেশ এবং মনোযোগ দেবার ক্ষমতাকে ব্যাহত করে।

চিহ্নিতকরণ (Identification) :

American Psychiatry Association এর মত অনুসারে মনোযোগের অভাব এবং অতি সক্রিয়তাজনিত অসঙ্গতি যুক্ত ব্যক্তি উদ্ভুত পরিস্থিতিতে অসঙ্গত মনোযোগ, আবেগজনিত অধৈর্য্য, বিলম্বে উত্তর দান প্রভৃতি অনুপযোগী আচরণ প্রদর্শন করে। তাছাড়া, হঠাৎ অবিবেচকের মত উত্তর দেওয়া, উপদেশ না শোনা,

অনুপযুক্ত সময়ে কথাবার্তা আরম্ভ করা, বসার ক্ষেত্রে জড়তা, বেশী কথা, অস্থিরতা বোধ করা, শান্তভাবে বসে কাজে নিযুক্ত থাকতে অসুবিধা বোধ করা প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়।

চিহ্নিতকরণ ঃ Developmental inappropriate attention, impulsivity–Impatience, delayed response, Comprehension, restlesness, excessive talking উদ্ভুত পরিস্থিতিতে অনুপযুক্ত মনোযোগ, আবেগ প্রবণতা, অধৈর্য্য, বিলম্বে উত্তর ও উপলব্ধি, অস্থিরতা, অত্যাধিক মাত্রায় কথা।

সংযুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ (Associated features are said to include) :

নিজের সম্পর্কে হীন ধারণা

অস্থির মেজাজ

হতাশা সহ্য করার জন্য কম ক্ষমতা

সমাজে সম্পর্ক স্থাপনে সমস্যা

বদমেজাজ

বিশৃঙ্খল কর্মভ্যাস

শিক্ষা অনুযায়ী কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে না পারা

অতিসক্রিয়তাযুক্ত মনোযোগের অভাবের বৈশিষ্ট্যগুলি অনেকটাই শিখনে অক্ষম শিক্ষার্থীদের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে সাদৃশ্য বহন করে। যেমন মনোযোগের অভাব, অতিসক্রিয়তা, অনিয়ন্ত্রিত প্রক্ষোভ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি শিখন অক্ষমতা এবং শিক্ষাগ্রহণে অসংগতির মূল আচরণগত বহিঃপ্রকাশ। যার ফলশ্রুতি দক্ষতা ও আয়ত্তিকরণের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের সমস্যা।

মূল্যায়ন (Assessment) :

সমস্যা নির্ণয় (diagnosis) এক প্রস্ত আচরণগত বৈশিষ্ট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। শিশু বিশেষজ্ঞ, মনস্তত্ত্ববিদ অথবা মানসিক চিকিৎসক গৃহে ও বিদ্যালয়ে যে বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করেন তার উপর নির্ভর করে সমস্যা নির্ণয় করে থাকেন। বিদ্যালয় প্রায়ই বিশেষ শিক্ষা পরিসেবার একটি অংশ হিসাবে মূল্যায়ন উপস্থিত থাকে। শিক্ষক অনেক সময় আচরণ মূল্যায়ন করে থাকেন।

Computer দ্বারা সম্পাদিত অনেক প্রকার (টেস্ট) পরীক্ষা আছে যেগুলো কোন Computer-এর কাজে ছাত্রের মনোযোগ বজায় রাখার ক্ষমতা পরিমাপ করে থাকে। এই ধরনের মূল্যায়ন খুব উপযোগী এবং যথাযথ। কিন্তু ADHD বিদ্যালয়ের দ্বারা পরীক্ষা করা হয় না। কিন্তু এক্ষেত্রে বিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। একজন সক্রিয় শিশুর বয়স আনুপাতিক আচরণ থেকে শৈশবের প্রথম দিকে মনযোগের অভাবের লক্ষণ নির্ণয় করা কঠিন হয়।

কম I.Q. বিশিষ্ট শিশুদের মধ্যে সাধারণত প্রায় সবারই অমনোযোগের লক্ষণ দেখা যায়। এই শিশুদের সঙ্গে মনোযোগের অভাব বিশিষ্ট শিশুদের আচরণগত বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য করা প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে ঠিকমত পরিবেশে না পড়লে এবং বেশি বুদ্ধিমান শিশুদের মধ্যে গিয়ে অনেক সময় শিশু মনোযোগী হতে পারে না। মনোযোগের অভাব/অতিসক্রিয়তাজনিত অসঙ্গতি নির্ণয় করা যায় না যদি লক্ষণগুলো অন্য মানসিক বিশৃঙ্খলার দ্বারা (যেমন Mood disorder, anxiety disorder, personality disorder or personality পরিবর্ত্তন স্বাস্থ্যের কারণে) ভালভাবে ব্যাখ্যা করা হয়।

মনোযোগ অভাব ও অস্বাভাবিক কর্মক্ষমতা জনিত বিশৃঙ্খলার জন্য নির্ণায়ক বৈশিষ্ট্য (Diagnostic criteria for Attention Deficit / Hyperactivity Disorder)

A (১) অথবা (২)

(১) নিম্নের অমনোযোগের লক্ষণগুলির মধ্যে ৬টি বা তার বেশী লক্ষণ যদি অন্তত ৬ মাস একটি মাত্রায় থাকে যেটার ফলে খাপখাইয়ে নিতে অসুবিধা হয় এবং বিকাশলাভের স্তরে বিঘ্নিত করে।

অমনোযোগ (Inattention)

(ক) প্রায়ই একনিষ্ঠ মনোযোগ দিতে ব্যর্থ হয় অথবা অযে-র ফলে বিদ্যালয়ের কাজে বা অন্য কাজে ভুল হয়।

(খ) গৃহের কাজে (task) অথবা খেলাধূলায় মনোযোগ বজায় রাখতে অসুবিধা।

(গ সরাসরি কথা বলা সত্ত্বেও মন দিয়ে না শোনা।

(ঘ) প্রায়ই উপদেশ পালন না করা এবং বিদ্যালয়ের কাজ না সমাপ্ত করা কিংবা কর্মস্থলে কর্ত্তব্য না করা।

(ঙ) কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া।

(চ) বিদ্যালয়ের কাজে বা গৃহকাজে এড়িয়ে যাওয়া, অপছন্দ করা কিংবা যে সব কাজে বেশী মানসিক পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় সে কাজে নিযুক্ত হতে অনিচ্ছা প্রকাশ করা।

(ছ) কাজ করার জন্য প্রায়ই জিনিসপত্র যেমন পেনসিল, বই, যন্ত্রপাতি, বিদ্যালয়ের দেওয়া সরঞ্জাম হারানো।

(জ) অপ্রাসঙ্গিক উত্তেজনার দ্বারা অন্যমনস্ক হওয়া।

(ঝ) দৈনন্দিন কাজ ভুলে যাওয়া।

(২) অতিসক্রিয়তামূলক কর্মধারা ও আকস্মিক কাজ করার প্রেরণার ৬টি বা তার বেশী লক্ষণ যদি অন্তত ৬ মাস একই পরিমাণে থাকে এবং তার ফলে খাপখাইয়ে নিতে অসুবিধা হয় তা বিকাশ স্তরকে বিঘ্নিত করে।

অতিসক্রিয়তা (Hyperactivity) :

(ক) হাত-পা নিয়ে অস্থিরতা কিংবা কুঁকড়ে বসা।

(খ) শ্রেণীকক্ষে প্রায়ই বসার স্থান (সীট) ত্যাগ কিংবা অস্বাভাবিক অবস্থায় বসে থাকা প্রত্যাশিত।

(গ) প্রায়ই এদিক ওদিকে ছোটা অর্থাৎ এমন এক অবস্থায় থাকা যা তার পক্ষে উপযুক্ত নয়।

(ঘ) খেলায় প্রায়ই অসুবিধা কিংবা নিঃশব্দে অবসরমূলক কাজে নিযুক্ত থাকে।

(ঙ) প্রায়ই সক্রিয় কিংবা প্রায়ই স্নায়ু দ্বারা তাড়িত হয়ে কাজ করে।

(চ) প্রায়শ অত্যধিক কথা বলে।

(ছ) প্রশ্ন শেষ হবার পূর্বেই হঠাৎ অবিবেচকের মত উত্তর দেয়।

(জ) পালা উপস্থিত হতে অপেক্ষা করায় অসুবিধা বোধ করে।

(ঝ) প্রায়ই অন্যদের বাধা দেয় কিংবা অন্যের ব্যাপারে নাক গলায়।

B. কিছু অতিসক্রিয়তাজনিত অসঙ্গতি কিংবা অমনোযোগিতার লক্ষণ আছে যা ৭ বৎসর বয়সের আগে উপস্থিত থাকে।

C. এইসব লক্ষণের মধ্যে দুটি বা তার অধিক উপস্থিতি (বিদ্যালয়ে বা গৃহপরিবেশে)।

D. সমাজ, বিদ্যালয় ও বৃত্তিমূলক কাজে যদি অসঙ্গতির মাত্রা ডাক্তারী পরীক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ হয়।

E. লক্ষণগুলি ভালভাবে প্রকাশ পায়না Pervasive Developmental Disorder, Schizophrenic কিংবা অন্য Psychotic Disorder এর কালে এবং অন্য মানসিক বিশৃঙ্খলার দ্বারা ভালভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। (যেমন, Mood Disorder, Anxiety Disorder, Dissociative or a Personality Disorder).

১.৫ এককের সারাংশ (Unit Summary)

● মূল্যায়নকে ছাত্র সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। শিক্ষার্থী সম্পর্কে ৫ ধরনের সিদ্ধান্ত—ব্যক্তির মূল্যায়ন, কর্মসূচী মূল্যায়ন, বাছাই, উপস্থাপনা এবং হস্তক্ষেপ পরিকল্পনা—যা প্রস্তুত হয় মূল্যায়ন থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে ভিত্তি করে।

● শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা নির্ণয় করা হয়। দৃষ্টিশক্তির কার্যকারিতা, দৃষ্টির বিস্তার ও দর্শন ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে।

● চিহ্নিতকরণ ঃ অত্যধিক চোখ কচলানো, লাল চোখের পাতা, জলভরা চোখ, সামনের দিকে মাথা ঝুঁকে থাকা, চোখের কাছে বস্তু বা বই ধরা, বোর্ড হতে লেখার জন্য সাহায্যের প্রয়োজন বোধ করা।

● জ্ঞান, বিদ্যালয় শিক্ষা, শারীরিক, আচরণগত, যোগাযোগ ও ভাবের আদান-প্রদান।

● মানসিক প্রতিবন্ধকতা প্রধান বৈশিষ্ট্য হল স্বাভাবিক অপেক্ষা কম বুদ্ধিগত কার্য (Criterion A), খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি যেমন যোগাযোগ, স্বনির্ভরতা, সামাজিক ও ব্যক্তির সঙ্গে ভাববিনিময় দক্ষতা, সামাজিক সম্পদের ব্যবহার, আত্ম নির্দেশ, কার্যকরী বিদ্যালয়ের নিপুণতা, কাজ, বিশ্রাম, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা (Criterion B)—লক্ষণগুলির যে কোনো দুটিতে অন্তত ত্রুটি থাকবে। ১৮ বছর বয়সের আগে দেখা দেবে লক্ষ্মণগুলি (Criterion C)।

● চিহ্নিতকরণ ঃ শিখনের ধীর গতি, সমস্যা সমাধানে নিপুণতা কম, প্রতিক্রিয়ার সময় মন্থর, মনোযোগের বিস্তার কম, স্বল্পসময়ের স্মরণশক্তি, পুনরাবৃত্তির মধ্যে শিখন, দুর্বল ভাষা ও দুর্বল বোধশক্তি ও বিদ্যার্জন।

● শ্রবণ অক্ষমতার বৈশিষ্ট্য হল উত্তেজনার প্রতি সাড়া দেবার ক্ষেত্রে শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্রমাবনতি কিংবা শ্রবণ শক্তি অক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের কার্য্যকারিতার অভাব পরিলক্ষিত হওয়া।

● চিহ্নিতকরণ ঃ ভাষাগত নিপুণতার অভাব, উপলব্ধি ও ভাষাতে অসুবিধা, পড়া ও কথা বলার সময়ে বিশেষ সমস্যা, কোন তথ্য ব্যাখ্যা করার অসুবিধা, অন্তর্নিহিত বৌদ্ধিক ক্ষমতা স্বাভাবিক।

● মূল্যায়নের শ্রেণী ঃ শ্রবণসংক্রান্ত, বক্তব্যমূলক, ভাববিনিময়, জ্ঞানমূলক, বিকাশমূলক, Academic, বৃত্তিমূলক এবং আচরণগত।

● অস্থি অক্ষমতা সাধারণত পেশী সংক্রান্ত এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং চলনে ব্যাঘাত ঘটায়।

● চলনে দুর্বল নিয়ন্ত্রণ, সন্ধিস্থলে ব্যথা অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতা, অনুপস্থিতি, ঝাকুনী দিয়ে চলা প্রভৃতি এবং খাওয়া এবং কোন জিনিস ব্যবহারের ক্ষেত্রে অসুবিধা ঘটায় এবং বিদ্যালয় শিক্ষায় ক্ষতি করে, চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে।

● শ্রেণী (Types) : পোলিও Muscular dystrophy (চার প্রকার) Cerebral Palsy (তিন প্রকার) Spina bifida :

● L.D.এক ধরনের অসঙ্গতি যাতে মানুষ তার দেখা ও শোনার বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে পারে না কিংবা মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সমন্বয় সাধন করতে পারে না।

● কথ্য ও লিখিত ভাষার ক্ষেত্রে বিষয় অসুবিধা প্রকাশ করে। সহযোগিতা, আত্মনিয়ন্ত্রণ অথবা মনোযোগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে অসুবিধা থাকে।

● চিহ্নিতকরণ ঃ কার্য সম্পাদনের ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য, দুর্বল কৃতিত্ব।

● বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার কৌশল।

● ADD/ADHD : চিকিৎসা সংক্রান্ত রোগ (medical disorder), ব্যক্তির কোনকাজে মনোনিবেশ করার ক্ষমতাকে এবং কাজে মনোযোগ রাখাকে ব্যাহত করে।

● চিহ্নিতকরণ ঃ মনোযোগের অসমবিকাশ, আবেগজনিত অধৈর্য্য, উত্তরদানে এবং উপলব্ধিতে বিলম্ব, অস্থিরতা, অত্যধিক কথা।

১.৬ অগ্রগতির মূল্যায়ন (Check Your Progress)

(১) আপনি কি বিশ্বাস করেন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের প্রামানিক পরীক্ষায় (Standardized testing) অংশ গ্রহণ করা উচিত ? যদি সে রূপ হয় তাহ'লে এরূপ শিক্ষার্থীদের যথাযথ পরীক্ষা নিশ্চিত করার জন্য কি কি প্রধান প্রযুক্তিগত অসুবিধা আছে ? যদি না থাকে তবে বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা কিভাবে সিদ্ধান্ত নেবেন কোন ধরনের শিক্ষার্থীরা এপরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করবে ?

(২) কিভাবে আপনি দৃষ্টিগত প্রতিবন্ধী শিশুকে চিহ্নিত করবেন ?
দৃষ্টিগত প্রতিবন্ধী শিশুদের মূল্যায়নের জন্য কি কি পরীক্ষা করার কৌশল নেবেন ?
মূল্যায়নের বিভিন্ন ক্ষেত্র কি কি ?

(৩) শিখনে অক্ষমতার উপবিভাগের নাম করুন।
শিখন অক্ষম শিশুদের চিহ্নিত করার বিভিন্ন মূল্যায়ন পদ্ধতি কি কি ?
শিখন অক্ষম শিশুদের চিহ্নিত করার জন্য একটা Check list প্রস্তুত করুন।

(৪) কিভাবে শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুদের চিহ্নিত করবেন ?
শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুকে পরীক্ষা ও মূল্যায়নের জন্য কি কি পদ্ধতি আছে ?

(৫) কিভাবে মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুকে চিহ্নিত করবেন ? চিহ্নিকরণের জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা ব্যবস্থার তালিকা প্রস্তুত করুন।

১.৭ বাড়ীর কাজ (Assignment / Activity)

একটা Journal কিংবা পাঠ্যবই বের করুন যেটা শারীরিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর সমস্যার উপর আলোক সম্পাত করে। অন্তত তিনটি নিবন্ধ বের করুন যেটা শারিরীক প্রতিবন্ধকতা যুক্ত শিশুদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে শ্রেণীতে সাফল্যের সঙ্গে শিক্ষাদানের পদ্ধতি বর্ণনা করে।

শিক্ষক ব্যতীত অন্য এক পেশাদার ব্যক্তিকে পর্যবেক্ষণ করুন যিনি চলনে অক্ষম শিশুদের নিয়ে কাজ করেন। এক্ষেত্রে আপনি যা দেখেছেন কিভাবে এটা শ্রেণীতে শিক্ষাদানের সঙ্গে সম্পর্কিত তা ব্যাখ্যা করুন।

ইন্দ্রিয় অক্ষমতা সম্পন্ন লোকেরা জাগতিক অভিজ্ঞতা কিভাবে লাভ করে সেটা বোঝার জন্য তাদের কিছু আচরণ অনুকরণ করার চেষ্টা করুন এবং আপনার প্রতিক্রিয়া তাদের কাছে বলুন। নিজের চোখ বন্ধ করুন, আপনার বন্ধুকে বিদ্যালয়ের চত্বরের চারিদিকে আপনাকে ঘোরাতে বলুন। শব্দ বন্ধ করে একঘণ্টা TV দেখুন। কেবলমাত্র ইঙ্গিত বা ভঙ্গিমার মাধ্যমে বন্ধুর সঙ্গে কথাবার্তা বলুন।

কল্পনা করুন আপনি মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের শ্রেণীতে শিক্ষকের কাজে নিযুক্ত আছেন। তাদের বিভিন্ন দলে ভাগ করার জন্য কিভাবে চিহ্নিত করে ভাগ করবেন? কোন ক্ষেত্রে কোন মূল্যায়ন ব্যবস্থা ব্যবহার করবেন এবং কি ধরনের মূল্যায়ন কার্যাবলী আপনি গ্রহণ করবেন এবং একটি IEP পরিকল্পনা করবেন?

১.৮ আলোচ্য বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Points for Discussion and Clarification)

এককটি ভালভাবে পড়ার পর কোন কোন বিষয়ের উপর আপনি আরও আলোচনা ও ব্যাখ্যা করতে ইচ্ছা করেন সেগুলো লিপিবদ্ধ করুন।

১.৮.১ আলোচনার সূত্র (Points for Discussion)

১.৮.২ ব্যাখ্যার সূত্র (Points for Clarification)

১.৯ উৎস (Reference)

Baron, J. B. (1990, October) Use of Alternative assessment in state assessment : The Connceticut experience, Paper presented at the OERI Conference on The Promise and Peril of Alternative assessment, Washington, DC. Office of Education Research and Imporvement.

Cross, C (1990, October) Paper Presented at the OERI conference on the promise and peri of Altenative assessment. Washington, DC : Office of educational research and improvement.

Fuchs, L. & Deno, S.L. (1991), Paradigmatic distincitions between instructionally relevant measurment models. Exceptionas Children, S7, 488-500.

Gickling, E. & Havertape, J. (1981) Curriculum based assessment, In J. Tucker (Ed), Non-

test based assessment training module (PP. 189, 409), Minneapolis : National School Psychology Inservia Training Network.

Grossman, H. (Ed.) (1983) Manual on terminology and classification in mental retardation. (rev. ed) Wasbington, Dc : American Association on Mental Deficiency.

Kirk, S., & Chak fant, J. (1984) Academic and developmental learning disabilities. Denver : Love.

Marston, D. (1989). Measuring Progress on IEPS : A comparison of graphing approaches. Exceptional Children, 55, 38–44.

Norby. J., Thurlow, M. L. Christenson, S. L., & Ysseldyke, J. E. (1990) The Challenge of Complex school problems. Austin, TX : Pro-ed.

Porter A. C. (1990) Assessing national goals : Some measurement dilemmas. Paper presented at the 1990 ETS Invitational Conferene Proceedings : The assessment of National Educational Goals.

Reddaway, J. L. (1990) Discussant to paper entitled NAEP : A national report. Paper presented at the 1990 ETS Invitational Confreence Procecdings : The assessment of National Educational Goals.

Resnick, L. (1990) Assessment and educational standard paper presented at OERI conference on the promise and peril of Alternative Assessemtn. Washington DC. October 29. Card for education and the public.

Salvia, J., & Ysseldyke, J. E. (1991) Assessment (5th ed) Boston Houghton mifflin.

Shavdson, R. J. (1990), Wha atternative assessment OERI on the promise and Peril of Alttessative Assessment.

Ysseldyke, J. E., thurlow, M. L., Christenson, S. L. (1987) Teacher effectiverness and teacher decision making : Implication fo effective instruction of handicapped students. Mineapolis : University of Minnesota Institute, Institute for Research on Learnng Disability.

Baine, D. (1988)) Handicapped Childran in Developing Countries, Assessment, Curriculum and Instruction University of Alberta, Alberta.

Lindsay, G. (ED) (1984) Screening for children with special needs. London : Groom Helm.

Mykelbust, H. R. (1971) : Progress in Learning Disabilities. Vol. 2 New York, Gruce & Strattom.

Panda, K. C. (1997) Education of Exceptional Childran, New Delhi : Vikas Publishers.

Ysseldyke J. e. Algozzine, B. Thurlow, M. Critical Issues in special Education, Kaniska Publishers, Distributors, New Delhi, 110002.